Islami Ain O Bichar | ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
Vol. 22, Issue: 86 | submission: 2026-04-04
April-June, 2026 | Published : 2026-07-25
DOI: 10.58666/iab.v22i86.353

The Sharia Status of Surrogacy in Modern Reproductive Technology : A Jurisprudential Review

Md. Husain Ahmad[*]

Abstract

A unique feature of the moral philosophy of Islamic Sharia is its capacity to provide independent and explicit solutions to the contemporary challenges of any era. At the core of this capacity lies Usul al-Fiqh (Principles of Islamic jurisprudence), the primary objective of which is to derive rulings for emerging issues in light of the foundational sources and principles of Sharia. The phenomenal advancements in modern medical science have, on one hand, brought about a revolutionary shift in reproductive technologies, while on the other hand, given rise to profound jurisprudential and ethical questions. Consequently, a comprehensive discussion regarding the Sharia compatibility of these innovations has become imperative among relevant scholars and researchers. One of the prominent and widely debated methods within modern assistive reproductive technologies is gestational surrogacy, wherein a woman carries a child in her womb for another couple, typically receiving a specified remuneration in return. Although medical science considers it an effective solution to infertility, it remains highly sensitive within the context of Islamic law. The primary objective of this research is to present a jurisprudential analysis of surrogacy and to delineate the boundaries of its validity and inadmissibility. The analysis derived from this study indicates that one of the core pillars of the objectives of Islamic law, or Maqasid al-Shariah, is the "preservation of lineage" (Hifz an-Nasl), which risks being compromised in many existing surrogacy procedures. For this reason, the majority of contemporary jurists (fuqaha) and fatwa boards deem this practice prohibited (haram). However, a diversity of opinion exists among Islamic legal scholars; while one group declares it strictly forbidden, another group has explored aspects of its permissibility within highly restricted parameters under exceptionally dire circumstances. This study rigorously reviews the various methods of surrogacy, the arguments

[*] Md Husain Ahmad in an M.Phil Researcher, Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka. Email: hussainahmad1994@gmail.com

presented against it, and the refutations of opposing views. This discourse will assist researchers and Islamic scholars in gaining a clear and holistic understanding of the diverse legal perspectives surrounding surrogacy.

Keywords : Surrogacy, Hifz an-Nasl (Preservation of Lineage), Assisted Reproductive Technology (ART), Infertility, Bioethics

আধুনিক প্রজনন প্রযুক্তিতে সারোগেসির (গর্ভাশয় ভাড়া) শরয়ী অবস্থান একটি ফিকহী পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

ইসলামি শরিয়াহর নৈতিক দর্শনের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, এটি যেকোনো যুগের সমসাময়িক চ্যালেঞ্জসমূহের স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট সমাধান প্রদানে সক্ষম। এই সক্ষমতার মূলে রয়েছে উসূলুল ফিকহ বা ইসলামি আইনতত্ত্ব, যার প্রধান লক্ষ্য হলো শরিয়াহর মৌলিক উৎস ও নীতিমালার আলোকে উদ্ভূত নতুন সমস্যাবলির সমাধান নির্ণয় করা। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতি একদিকে যেমন প্রজনন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে, অন্যদিকে জন্ম দিয়েছে কিছু ফিকহী ও নৈতিক প্রশ্নের। ফলে সংশ্লিষ্ট চিন্তাশীল ও গবেষক মহলে এই উদ্ভাবনগুলোর শরয়ী গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আধুনিক প্রজনন প্রযুক্তির একটি অন্যতম ও আলোচিত পদ্ধতি হলো গর্ভাশয় ভাড়া প্রদান বা সারোগেসি (Surrogacy), যেখানে একজন নারী অন্য কোনো দম্পতির সন্তান গর্ভে ধারণ করেন এবং বিনিময়ে সাধারণত নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটি বন্ধ্যাত্ব সমস্যার একটি কার্যকর সমাধান হিসেবে বিবেচিত হলেও ইসলামি আইনের প্রেক্ষাপটে এটি অত্যন্ত সংবেদনশীল। এই গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য হলো গর্ভাশয় ভাড়া প্রদানের একটি ফিকহী বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা এবং এর বৈধতা ও অগ্রহণযোগ্যতার সীমা নিরূপণ করা। গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ইসলামি আইনের লক্ষ্য বা 'মাকাসিদুশ শরিয়াহ'-এর অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলো "বংশরক্ষা" (حفظ النسل), যা সারোগেসির বিদ্যমান অনেক প্রক্রিয়ায় লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ কারণে সমসাময়িক অধিকাংশ ফকিহ ও ফতোয়া বোর্ড এই পদ্ধতিকে নিষিদ্ধ (হারাম) বলে গণ্য করেছেন। তবে এ নিয়ে ইসলামি আইনবিদদের মধ্যে মতবৈচিত্র্যও বিদ্যমান; একদল এটিকে সরাসরি হারাম সাব্যস্ত করলেও অন্যদল বিশেষ জরুরি পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সীমিত পরিসরে এর বৈধতার দিকগুলো অন্বেষণ করেছেন। অত্র গবেষণায় সারোগেসির বিভিন্ন পদ্ধতি, এর বিপক্ষে উপস্থাপিত যুক্তিসমূহ এবং বিপক্ষীয় মতের খণ্ডনসমূহ নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা গবেষক ও ওলামায়ে কেরামের সামনে সারোগেসি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ও সামগ্রিক ধারণা লাভে সহায়ক হবে।

মূলশব্দ : সারোগেসি (গর্ভাশয় ভাড়া), হিফজ আন-নাসল (বংশধারা সংরক্ষণ), সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি (ART), বন্ধ্যাত্ব এবং জৈব-নৈতিকতা (Bioethics)

ভূমিকা

সৃষ্টির আদিতে আল্লাহ তাআলা প্রথম মানব, হযরত আদম (আ.)-কে এক অপার্থিব ও চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা দিয়ে ধরণিতে পাঠিয়েছেন। মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো–নিজ অস্তিত্বকে প্রজন্মান্তরে টিকিয়ে রাখা বা প্রজাতি রক্ষার আকাঙ্ক্ষা। মানুষ নশ্বর সত্তা হওয়ায় প্রজনন প্রক্রিয়াই তার বংশপরম্পরা ও নাম রক্ষা করার একমাত্র মাধ্যম। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় সন্তান-সন্ততিকে 'পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, যা মানবজীবনে বংশবিস্তারের অপরিহার্যতাকেই ফুটিয়ে তোলে। তবে জাগতিক নিয়মে শারীরিক অক্ষমতা বা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় 'বন্ধ্যাত্ব' অনেক সময় স্বাভাবিক প্রজনন প্রক্রিয়ায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সন্তানহীন হওয়ার এই আশঙ্কা মানুষকে কেবল মানসিকভাবেই বিপর্যস্ত করে না, বরং তাকে এক চরম অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন করে তোলে। এমতাবস্থায় মানুষ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হয়ে বিকল্প পন্থায় সন্তান লাভের চেষ্টা চালায়। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি, 'কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি' (Artificial Reproductive Technologies-ART)-এর মাধ্যমে সন্তানহীনতার সীমাবদ্ধতাকে অনেকাংশে জয় করেছে। এই প্রযুক্তির আওতাভুক্ত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত এবং সমধিক বিতর্কিত বিষয়টি হলো, গর্ভাশয় ভাড়া প্রদান বা 'সারোগেসি' (Surrogacy)। এটি এমন এক চিকিৎসা-পদ্ধতি, যেখানে একজন নারী কোনো দম্পতির সন্তান নিজ গর্ভে ধারণ ও লালন করেন, কখনো তা করা হয় নিছক মানবিক কারণে, আবার কখনো চুক্তিবদ্ধ আর্থিক বিনিময়ের মাধ্যমে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে একে আশীর্বাদ হিসেবে দেখা হলেও ইসলামি শরিয়াহর দৃষ্টিতে এটি বংশধারা, মাতৃত্বের পরিচয় এবং বিবাহের পবিত্রতার মতো মৌলিক বিষয়গুলোতে নৈতিক ও আইনি প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো, ইসলামি ফিকহশাস্ত্রের আলোকে গর্ভাশয় ভাড়া প্রদানের বৈধতা নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করা এবং এই বিষয়ে সমকালীন প্রথিতযশা ফকীহ ও বিশেষজ্ঞগণের সুচিন্তিত অভিমতসমূহ পর্যালোচনা করা।

সাহিত্য পর্যালোচনা

সারোগেসি (Surrogacy) সমসাময়িক বায়োমেডিক্যাল প্রযুক্তি, পারিবারিক আইন এবং ধর্মীয় নীতিশাস্ত্রের সংযোগস্থলে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাক্ষেত্র। সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তির (Assisted Reproductive Technologies, ARTs) বিকাশের ফলে বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে এবং সারোগেসি বিশ্বব্যাপী পরিবার গঠনের একটি বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে গুরুত্ব লাভ করেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান, আইন, সমাজবিজ্ঞান এবং ধর্মীয় অধ্যয়নের গবেষণাগুলোতে সারোগেসির নৈতিকতা, আইনগত বৈধতা, পারিবারিক প্রভাব এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায়।[১]

১. World Health Organization, *Current Practices and Controversies in Assisted Reproduction* (Geneva: World Health Organization, 2002), 344–48.

ঐতিহাসিকভাবে সন্তানলাভের উদ্দেশ্যে বিকল্প প্রজনন ব্যবস্থার বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন সমাজে বিদ্যমান ছিল। তবে আধুনিক সারোগেসি ঐতিহাসিক প্রথাগুলোর তুলনায় মৌলিকভাবে ভিন্ন, কারণ এটি ভ্রূণ প্রযুক্তি, ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (IVF) এবং আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির ওপর নির্ভরশীল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) প্রতিবেদন অনুযায়ী, সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তির বিস্তার বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে, যদিও এর সঙ্গে জড়িত নৈতিক ও সামাজিক প্রশ্নসমূহ এখনও বিতর্কিত রয়ে গেছে।[২]

পশ্চিমা বিশ্বে সারোগেসি নিয়ে গবেষণাগুলো মূলত আইনগত কাঠামো, শিশুর পরিচয়, অভিভাবকত্ব এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। Crawshaw, Blyth Ges van den Akker যুক্তরাজ্যে সারোগেসির পরিবর্তিত রূপ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, সারোগেসি নতুন ধরনের পরিবার গঠনের সুযোগ সৃষ্টি করলেও এটি মাতৃত্ব, পিতৃত্ব, অভিভাবকত্ব এবং শিশুর অধিকার সম্পর্কিত আইনগত ও নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করে।[৩]

মুসলিম সমাজে সারোগেসি বিষয়ক গবেষণা প্রধানত সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তির শরিয়তসম্মততা এবং বংশধারা সংরক্ষণের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। Marcia C. Inhorn মধ্যপ্রাচ্যে পরিচালিত তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, সুন্নি ও শিয়া ইসলামি আইনশাস্ত্র সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেছে। সুন্নি ফিকহে সাধারণভাবে স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে কোনো তৃতীয় পক্ষের শুক্রাণু, ডিম্বাণু বা জরায়ুর অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ বিবেচিত হয়; কারণ এটি বংশধারার বিশুদ্ধতা (Hifzul Nasal) এবং পারিবারিক পরিচয়ের স্পষ্টতাকে ক্ষুণ্ন করে।[৪]

অন্যদিকে শিয়া আইনশাস্ত্রে ইজতিহাদের ব্যাপক সুযোগ থাকার কারণে আধুনিক প্রজনন প্রযুক্তি সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। Abbasi-Shavazi, Inhorn এবং তাঁদের সহকর্মীরা ইরানে সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তির বিকাশ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির ফতোয়ার পর নির্দিষ্ট শর্তে গ্যামেট ডোনেশন এবং তৃতীয় পক্ষের প্রজনন পদ্ধতি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এর ফলে ইরান মুসলিম বিশ্বের মধ্যে সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৫]

২. World Health Organization, Current Practices and Controversies in Assisted Reproduction, 344–48.

৩. Marilyn Crawshaw, Eric Blyth, and Olga van den Akker, "The Changing Profile of Surrogacy in the UK: Implications for National and International Policy and Practice," *Journal of Social Welfare and Family Law* 34, no. 3 (2012), 267–77.

৪. Marcia C. Inhorn, "Making Muslim Babies: IVF and Gamete Donation in Sunni versus Shi'a Islam," *Culture, Medicine and Psychiatry* 30, no. 4 (2006), 427–50.

৫. Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, Marcia C. Inhorn, Hajiyeh Razeghi-Nasrabad, and Ghasem Toloo, "The Iranian ART Revolution: Infertility,

ইরানের প্রেক্ষাপটে পরিচালিত অন্যান্য গবেষণায়ও দেখা যায় যে, শিয়া আইনবিদদের অনুমোদন সত্ত্বেও সারোগেসি নৈতিক, সামাজিক এবং পারিবারিক নানা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিশেষত মাতৃত্বের পরিচয়, শিশুর আইনগত অবস্থান এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো এখনও আলোচনার বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে।[৬]

মুসলিম বিশ্বে সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি নিয়ে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পরিচালনা করেছেন Gamal I. Serour। তাঁর মতে, অধিকাংশ সুন্নি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে স্বামী-স্ত্রীর নিজস্ব গ্যামেট ব্যবহারের মাধ্যমে IVF অনুমোদিত হলেও তৃতীয় পক্ষের শুক্রাণু, ডিম্বাণু, ভ্রূণ বা জরায়ুর অংশগ্রহণ সাধারণভাবে নিষিদ্ধ। এই অবস্থানের পেছনে মূল যুক্তি হলো বংশধারা, উত্তরাধিকার এবং বৈধ পারিবারিক সম্পর্কের সংরক্ষণ।[৭]

ইসলামি বায়োএথিক্স ও সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি (Assisted Reproductive Technologies) বিষয়ক গবেষণায় সারোগেসি একটি বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয়। বিভিন্ন গবেষক দেখিয়েছেন যে মুসলিম সমাজে বন্ধ্যাত্ব কেবল একটি চিকিৎসাগত সমস্যা নয়, বরং এটি সামাজিক, মানসিক এবং ধর্মীয় মাত্রার সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এই প্রেক্ষাপটে সারোগেসি সন্তান লাভের একটি সম্ভাব্য উপায় হিসেবে বিবেচিত হলেও অধিকাংশ সুন্নি ইসলামি আইনবিদ এটিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। তাঁদের মতে, সারোগেসিতে তৃতীয় পক্ষের অংশগ্রহণ বংশপরিচয় (nasab), আত্মীয়তার সম্পর্ক (kinship) এবং উত্তরাধিকার (inheritance) সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠিত ইসলামি বিধানকে জটিল করে তুলতে পারে। ফলে সারোগেসি মুসলিম সমাজে কেবল একটি চিকিৎসা-পদ্ধতি নয়, বরং এটি পরিবার, মাতৃত্ব, পিতৃত্ব এবং ধর্মীয় পরিচয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ও আইনগত প্রশ্নেরও জন্ম দেয়।[৮]

সমসাময়িক ইসলামি বায়োএথিক্স বিষয়ক গবেষণাগুলোতেও একই ধরনের উদ্বেগ লক্ষ করা যায়। গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি চিকিৎসাগতভাবে উপকারী হলেও ইসলামি আইনশাস্ত্রে মাতৃত্ব, পিতৃত্ব, বংশধারা এবং শিশুর অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো এখনও পূর্ণাঙ্গ ঐকমত্যে পৌঁছায়নি। বিশেষ করে সারোগেসির

Assisted Reproductive Technology, and Third-Party Donation in the Islamic Republic of Iran," *Journal of Middle East Women's Studies* 4, no. 2 (2008),1–28.

6. Shirin Garmaroudi Naieni, "Ethical Challenges of Surrogacy in Iran," *Bioethics in the Middle East*, ed. Alireza Bagheri (Dordrecht: Springer, 2011), 95–108.

7. Gamal I. Serour, "Islamic Perspectives in Human Reproduction," *Reproductive BioMedicine Online* 17, suppl. 3 (2008), 34–38.

8. Mansooreh Saniei and Mehdi Kargar, "Modern Assisted Reproductive Technologies and Bioethics in the Islamic Context," *Theology and Science* 19, no. 2 (2021): 146–154, Hossam E. Fadel, "The Islamic Viewpoint on New Assisted Reproductive Technologies," *Fordham Urban Law Journal* 30, no. 1 (2002): 147–157.

ক্ষেত্রে জৈবিক মা, গর্ভধারিণী মা এবং আইনগত মায়ের পরিচয় নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক হিসেবে বিদ্যমান।[৯]

উপর্যুক্ত গবেষণা পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সারোগেসি কেবল একটি চিকিৎসাগত পদ্ধতি নয়; বরং এটি ধর্মীয় বিধান, সামাজিক মূল্যবোধ, আইনগত কাঠামো এবং পারিবারিক সম্পর্কের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। যদিও সারোগেসির চিকিৎসাগত, নৈতিক এবং আইনগত দিক নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়েছে, তথাপি ইসলামি আইনশাস্ত্রের মৌলিক উৎসসমূহের আলোকে মাতৃত্ব, বংশধারা, উত্তরাধিকার এবং পারিবারিক অধিকারের প্রশ্নে সমন্বিত বিশ্লেষণ এখনও সীমিত। বিশেষত দক্ষিণ এশীয় মুসলিম সমাজ এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ে গবেষণা তুলনামূলকভাবে অপ্রতুল। বর্তমান গবেষণা এই গবেষণা-শূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যে ইসলামি আইন ও সমসাময়িক বাস্তবতার আলোকে সারোগেসির বৈধতা ও সংশ্লিষ্ট বিধান বিশ্লেষণ করবে।

গবেষণার ক্ষেত্র, উদ্দেশ্য ও পরিধি

সারোগেসি বা গর্ভাশয় ভাড়া বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা প্রজনন প্রযুক্তি, পারিবারিক আইন এবং ধর্মীয় নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। বন্ধ্যাত্ব, জরায়ু সংক্রান্ত জটিলতা এবং সন্তান ধারণে অক্ষমতার ক্ষেত্রে সারোগেসি একটি বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যদিও প্রাচীন সমাজেও এর কিছু প্রাথমিক রূপের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (IVF) প্রযুক্তির বিকাশের পর সারোগেসি নতুন মাত্রা লাভ করে।এই গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র হলো সারোগেসির বিভিন্ন ধরন এবং ইসলামি আইনশাস্ত্রে (Fiqh) এর গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতার বিশ্লেষণ। বিশেষত ট্র্যাডিশনাল সারোগেসি এবং জেস্টেশনাল সারোগেসির ক্ষেত্রে মুসলিম ফকিহদের মতামত, তাদের যুক্তি এবং শরিয়াহর মৌলিক নীতির আলোকে এর মূল্যায়ন এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত।

গবেষণাটির উদ্দেশ্য হলো সারোগেসির প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব এবং ঐতিহাসিক বিকাশ পর্যালোচনা করা এবং এর বিভিন্ন প্রকারের শরিয়াহগত অবস্থান নির্ণয় করা। পাশাপাশি জেস্টেশনাল বা কমপ্লিট সারোগেসি বিষয়ে মুসলিম আলেমদের মধ্যে বিদ্যমান মতপার্থক্য, অনুমোদনের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নৈতিক ও আইনগত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা।এই গবেষণায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে। যেমনঃ সারোগেসি চিকিৎসাগত দৃষ্টিকোণ থেকে কতটা প্রয়োজনীয়, ইসলামি আইনশাস্ত্রে এর বিভিন্ন রূপের মধ্যে পার্থক্য কীভাবে নির্ধারণ করা হয়, জেস্টেশনাল সারোগেসি সম্পর্কে মুসলিম স্কলারদের মতভেদের কারণ কী এবং এর ফলে বংশ পরিচয়, মাতৃত্ব ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যাগুলো কীভাবে সমাধান করা যায়।

---

9. Mohammed Ghaly, *Islam and Disability: Perspectives in Theology and Jurisprudence* (London: Routledge, 2010), 142–47.

গবেষণার পরিধি মূলত ইসলামি আইনশাস্ত্রের আলোকে সারোগেসির বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এখানে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয়গুলো প্রয়োজন অনুযায়ী আলোচনা করা হলেও মূল গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নাসাব (বংশ পরিচয়) সংরক্ষণ, হিফযুন নাসল (বংশধারা রক্ষা), দুগ্ধ সম্পর্ক (রাদা'আহ), উত্তরাধিকার এবং সারোগেসি সম্পর্কিত চুক্তি ও নৈতিকতার ফিকহি বিশ্লেষণের ওপর। এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজে সারোগেসির গ্রহণযোগ্যতা, সীমাবদ্ধতা এবং নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্য নীতিমালা অনুসন্ধান করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটিতে গুণগত পদ্ধতি (Qualitative approach) অনুসরণ করা হয়েছে, যেখানে সারোগেসির মাধ্যমে আইভিএফ (IVF) পদ্ধতির ক্ষেত্রে ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতিসমূহ (উসুল আল-ফিকহ) বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য মূলত লাইব্রেরি বা তথ্যসূত্র-ভিত্তিক গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই গবেষণা পদ্ধতির আওতায় সংশ্লিষ্ট তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উৎসসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রাথমিক উৎস: পবিত্র কুরআন, হাদিস এবং প্রখ্যাত আলেমদের ফিকহ শাস্ত্রীয় গ্রন্থসহ ধ্রুপদী ইসলামি আইনি টেক্সটসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই প্রাথমিক উৎসগুলো ইসলামি আইনের মৌলিক ধারণা এবং প্রজনন প্রযুক্তিসহ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান প্রদান করে।

মাধ্যমিক উৎস: উসুল আল-ফিকহ এবং প্রজনন প্রযুক্তি বিষয়ক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও বইপত্র। এই উৎসগুলো সারোগেসির মাধ্যমে আইভিএফ সংক্রান্ত সমসাময়িক আলোচনা, আইনি মতামত এবং নৈতিক বিষয়গুলোর একটি সামগ্রিক বিশ্লেষণ তুলে ধরে।এই গবেষণার মূল কাঠামোটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎসগুলোর একটি সূক্ষ্ম পর্যালোচনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যেখানে সারোগেসির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উসুল আল-ফিকহ্-এর নীতিমালার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই বিশ্লেষণে ইসলামি আইনের নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলোর প্রয়োগ বিবেচনা করা হয়েছে: মাকাসিদ আশ-শারিয়াহ (শরিয়তের উদ্দেশ্যসমূহ), ইজতিহাদ (স্বাধীন গবেষণালব্ধ বিচারবুদ্ধি), মাসলাহা (জনস্বার্থ), কিয়াস (সাদৃশ্যমূলক অনুমান), আল-দারার ওয়া আল-মাসালিহ (ক্ষতি ও কল্যাণ)।এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই গবেষণায় লাইব্রেরি-ভিত্তিক গবেষণার সীমাবদ্ধতাগুলো (যেমন–সম্ভাব্য পক্ষপাতিত্ব এবং সমসাময়িক বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব) স্বীকার করা হয়েছে। তবে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎসসমূহের এই বিস্তারিত অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণাত্মক কাঠামোটি সারোগেসির মাধ্যমে আইভিএফ সম্পর্কে ইসলামি আইনের নীতিগুলোর একটি গভীর বিশ্লেষণ নিশ্চিত করে, যা এই বিষয়ে ইসলামি আইনি প্রেক্ষাপটে সম্যক ধারণা লাভে সহায়তা করবে।

গর্ভাশয় ভাড়া প্রদানের পরিচয়

আক্ষরিক অর্থে, 'সারোগেট' (Surrogate) শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'সারোগাটাস' (Surrogatus) থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ হলো 'বিকল্প' বা 'স্থলাভিষিক্ত', অর্থাৎ, এমন একজন ব্যক্তি, যাকে অন্য কারো পক্ষ হয়ে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং, সারোগেসি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একজন নারী অন্য এমন একজন নারীর হয়ে সন্তান ধারণ ও প্রসব করেন, যিনি নিজে সন্তান ধারণে অক্ষম।[১০] আন্তর্জাতিক চিকিৎসা সংস্থা সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে- "সারোগেসি হলো এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে একজন নারী (যিনি সারোগেট মা হিসেবে পরিচিত) অন্য একজন ব্যক্তি বা দম্পতির সন্তান গর্ভে ধারণ করেন এবং জন্মের পর ওই ব্যক্তি বা দম্পতিই শিশুটির আইনগত অভিভাবক বা পিতা-মাতা হিসেবে স্বীকৃত হন"[১১] "অন্য কথায়, সারোগেসি হলো কৃত্রিম প্রজনন সহায়ক এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে একজন নারী অন্য কোনো ব্যক্তি বা দম্পতির সন্তান লালন-পালনের উদ্দেশ্যে নিজের গর্ভে ধারণ ও জন্ম দিতে সম্মত হন"।[১২] 'সারোগেট মা' হলেন তিনি, যিনি অন্য নারী-পুরুষের সন্তান নিজের গর্ভে ধারণ করতে সম্মত হন।

সারোগেসির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যা প্রায় ৮.২ বিলিয়নে পৌঁছেছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই সামগ্রিক চিত্রের আড়ালে বৈশ্বিক প্রজনন হারের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। জাতিসংঘের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রতি নারীর গড় সন্তান জন্মদানের হার (Total Fertility Rate) প্রায় ২.২৪, যেখানে ১৯৫০ সালে এই হার ছিল প্রায় ৫.০। অর্থাৎ গত সাত দশকে বৈশ্বিক প্রজনন হার অর্ধেকেরও বেশি হ্রাস পেয়েছে।জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখার জন্য সাধারণত প্রতি নারীর গড়ে ২.১ সন্তানের জন্মদান প্রয়োজন, যা Replacement-Level Fertility নামে পরিচিত। বর্তমানে বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি দেশে প্রজনন হার এই সীমার নিচে নেমে এসেছে।[১৩] ফলে বহু দেশ ভবিষ্যতে জনসংখ্যা সংকোচন, শ্রমশক্তির ঘাটতি এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আধিক্যের মতো সামাজিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা করছে।আঞ্চলিকভাবে প্রজনন হারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈষম্য বিদ্যমান। আফ্রিকা মহাদেশে এখনো প্রজনন হার সর্বাধিক, যেখানে গড় হার প্রায় ৪.০। চাদ, সোমালিয়া এবং কঙ্গোর মতো কয়েকটি দেশে এই হার ৫.৫ থেকে

---

10. A. S. Hornby and Sally Wehmeier, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Oxford: Oxford University Press, 2009), 1487.
11. World Health Organization, *Current Practices and Controversies in Assisted Reproduction* (Geneva: World Health Organization, 2002), 344.
12. Pranay Kumar et al., "Surrogacy and Women's Right to Health in India: Issues and Perspectives," *Indian Journal of Public Health* 57, no. 2 (2013): 65–66.
13. United Nations, *World Population Prospects 2024: Summary of Results* (New York: United Nations, 2024), 17–30.

৬.০-এর মধ্যে অবস্থান করছে।[14] অন্যদিকে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ দেশে প্রজনন হার ১.৪ থেকে ১.৬-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।[15] দক্ষিণ কোরিয়া (০.৭২) এবং হংকং (০.৭৭)-এর মতো অঞ্চলে এই হার বিশ্বের সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা জনসংখ্যাগত ভারসাম্যের জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।[16]

বাংলাদেশেও প্রজনন হারের নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে প্রতি নারীর গড় সন্তান জন্মদানের হার প্রায় ১.৯, যা প্রতিস্থাপন-স্তরের নিচে অবস্থান করছে।[17] একইভাবে উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদভুক্ত (GCC) দেশসমূহ এবং অন্যান্য আরব রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নগরায়ণ, নারীদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রজনন হার দীর্ঘমেয়াদে হ্রাস পেয়েছে। অনেক দেশে মোট প্রজনন হার প্রতিস্থাপন স্তরের নিচে বা তার কাছাকাছি নেমে এসেছে। তবে মিশরের প্রজনন হার এখনো তুলনামূলকভাবে বেশি, যা সাম্প্রতিক হিসাবে প্রায় ২.৮ সন্তান প্রতি নারী। অন্যদিকে ফিলিস্তিনের West Bank and Gaza অঞ্চলে ২০২২ সালে এই হার ছিল প্রায় ৩.৩৮ সন্তান প্রতি নারী।[18]

এমন বাস্তবতায় বন্ধ্যাত্ব, বিলম্বিত মাতৃত্ব, জরায়ুর জটিলতা, পুনঃপুন গর্ভপাত অথবা অন্যান্য প্রজননজনিত সমস্যায় আক্রান্ত দম্পতিদের জন্য সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তির (Assisted Reproductive Technologies) গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সারোগেসি এই প্রযুক্তিগুলোর অন্যতম, যা প্রাকৃতিকভাবে সন্তান জন্মদানে অক্ষম দম্পতিদের জৈবিক সন্তান লাভের একটি সম্ভাব্য উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান, পরিবারব্যবস্থা এবং জনসংখ্যাগত বাস্তবতার আলোচনায় সারোগেসি একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে।

---

14. Population Reference Bureau, *2024 World Population Data Sheet* (Washington, DC: Population Reference Bureau, 2024), 8–11.
15. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, *World Population Prospects 2024: Summary of Results* (New York: United Nations, 2024), https://population.un.org/wpp/; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Society at a Glance 2024: OECD Social Indicators* (Paris: OECD Publishing, 2024), https://doi.org/10.1787/918d8db3-en.
16. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, *World Population Prospects 2024* (New York: United Nations, 2024), tables on total fertility rate; Statistics Korea, *Birth Statistics 2023* (2024); Hong Kong Census and Statistics Department, *Hong Kong Annual Digest of Statistics 2024*.
17. Bangladesh Bureau of Statistics, *Sample Vital Statistics Report 2024* (Dhaka: BBS, 2025), 42–45.
18. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, *World Population Prospects 2024: Summary of Results* (New York: United Nations, 2024), https://www.un.org/development/desa/pd/world-population-prospects-2024.

প্রজনন হার হ্রাসের প্রধান কারণসমূহ

২০২৫ সালের জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) এবং অন্যান্য গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে সন্তান জন্মদানের হার কমে যাওয়ার পেছনে কিছু নির্দিষ্ট কারণ কাজ করছে:[19]

জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি: শিক্ষা, আবাসন এবং সন্তান লালন-পালনের ক্রমবর্ধমান খরচ দম্পতিদের পরিবার গঠনে নিরুৎসাহিত করছে।[20]

পরিবার গঠনে বিলম্ব:বর্তমান সময়ে অনেক দম্পতি ক্যারিয়ার গঠন বা উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে অধিক বয়সে সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গেছে যে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিকভাবে গর্ভধারণের সক্ষমতা (fertility) ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়, যা পরবর্তীতে দম্পতিদের বিভিন্ন প্রজননজনিত জটিলতার মুখোমুখি করতে পারে।[21]

শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন: নারী শিক্ষার প্রসার এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ফলে দম্পতিরা ছোট পরিবার বেছে নিচ্ছেন।[22]

বন্ধ্যাত্ব (Infertility)**:** জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং পরিবেশগত কারণে বিশ্বব্যাপী বন্ধ্যাত্বের সমস্যা প্রকট হচ্ছে। বর্তমানে প্রতি ৬ জন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে ১ জন বন্ধ্যাত্বের শিকার, যা প্রজনন প্রযুক্তির (যেমন: IVF বা সারোগেসি) প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে দিয়েছে।[23]"২০২৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বের প্রায় ৭৫% দেশে প্রজনন হার ২০৫০ সালের মধ্যে রিপ্লেসমেন্ট লেভেলের নিচে চলে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।[24] এই জনতাত্ত্বিক পরিবর্তনই (Demographic Shift) বর্তমান বিশ্বে আইভিএফ এবং সারোগেসির মতো প্রজনন সহায়তা পদ্ধতির গুরুত্বকে নীতিগত ও ধর্মীয় আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে।"

---

19. UNFPA, *State of World Population 2025* (New York: United Nations Population Fund, 2025), 18–20.
20. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Society at a Glance 2024: OECD Social Indicators* (Paris: OECD Publishing, 2024), 74–79.
21. Lone Schmidt, Tomas Sobotka, Janne Gasseholm Bentzen, and Anders Nyboe Andersen, "Demographic and Medical Consequences of the Postponement of Parenthood," *Human Reproduction Update* 18, no. 1 (2012): 29–43.
22. World Health Organization, *Infertility Prevalence Estimates, 1990–2021* (Geneva: World Health Organization, 2023), 7–12.
23. World Economic Forum, *Global Gender Gap Report 2025* (Geneva: World Economic Forum, 2025), 52–57.
24. GBD 2021 Fertility and Forecasting Collaborators, "Global Fertility in 204 Countries and Territories, 1950–2100," *The Lancet* 403, no. 10440 (2024): 2050–2090.

গর্ভাশয় ভাড়া প্রদানের ইতিহাস

গর্ভাশয় ভাড়া প্রদানের ধারণা নতুন নয়, বরং প্রাচীন সভ্যতাগুলোতেও এর অনুরূপ প্রথার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তবে চিকিৎসা প্রযুক্তির বিকাশের ফলে এটি আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিকভাবে সুসংগঠিত রূপ লাভ করেছে।প্রাচীন ব্যাবিলনীয় আইন ও সামাজিক প্রথা অনুযায়ী, কোনো নারী সন্তান ধারণে অক্ষম হলে তার স্বামীকে দম্পতির জন্য সন্তান জন্মদানের উদ্দেশ্যে আরেকজন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হতো। এই ব্যবস্থা বন্ধ্যা নারীর জন্য একটি সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত ছিল, যাতে সন্তানহীনতার কারণে অনিবার্য তালাকের পরিণতি থেকে তাকে রক্ষা করা যায়।[২৫]এই প্রেক্ষাপটে আমরা ইবরাহিম (আ.) ও হাজেরা (আ.) এর বিবাহসংক্রান্ত ঘটনাবলির সঙ্গে পরিচিত। পরবর্তীকালে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক অগ্রগতির ফলে আধুনিক সারোগেসির পথ সুগম হয়। এরই ধারাবাহিকতায় **১৯৮৫** সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো সারোগেসি সম্পর্কিত বর্ণনার প্রাথমিক নিদর্শন পাওয়া যায়, তবে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক নির্দেশিকা জারি করা হয় ২০০৮ সালে।[২৬]পেরেজ-এর তথ্য অনুযায়ী (cited in Svitnev), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে সারোগেসি সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম ও নীতিমালা প্রচলিত রয়েছে। অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যে সারোগেসির অনুমতি থাকলেও ওয়াশিংটন ডিসি, নিউ জার্সি, মিশিগান, লুইজিয়ানা এবং নিউ ইয়র্কে এটি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ[২৭]।

অন্যদিকে, আইডাহো, ওয়াইমিং, নেব্রাস্কা, আইওয়া, মিসিসিপি, টেনেসি, ভার্জিনিয়া, ইন্ডিয়ানা এবং অ্যারিজোনায় সারোগেসি সংক্রান্ত আইন থাকলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ বেশ জটিল বা বাধাগ্রস্ত। বিষয়টি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ যে, ক্যালিফোর্নিয়ায় সারোগেসি বিষয়ে কোনো স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট আইন প্রণীত না হলেও বিচারিক স্বীকৃতি ও প্রচলিত আইনি কাঠামোর মাধ্যমে এ পদ্ধতিটি বৈধ ও অনুমোদিত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[২৮] অন্যদিকে, দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশে নৈতিক, সামাজিক ও আইনগত বিবেচনায় সারোগেসি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।[২৯]

25. J. N. Postgate, *Early Mesopotamia: Society and Economy at the Dawn of History* (London: Routledge, 1994), 115–117.
26. American College of Obstetricians and Gynecologists, "ACOG Committee Opinion No. 397: Family Building Through Gestational Surrogacy," *Obstetrics & Gynecology,*vol. 111, no. 2 (2008), 465–470.
27. Konstantin Svitnev, "Legal Regulation of Assisted Reproductive Technologies," *Practical Law Review,*vol. 6, no. 2 (2006), 15–22.
28. American Society for Reproductive Medicine, *Surrogacy Laws by State* (Washington, DC: Legal Professional Group, updated March 2024), accessed June 15, 2026, https://connect.asrm.org/lpg/resources/surrogacy-by-state
29. International Federation of Fertility Societies, *IFFS Surveillance 2022: Global Trends in Reproductive Policy and Practice* (Nicosia: IFFS, 2022), 110–15.

অপরদিকে ইউরোপে **১৯৮৪** সালে মানব নিষেক ও ভ্রূণতত্ত্ব বিষয়ে ওয়ারনক প্রতিবেদন প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে **১৯৮৯** সালে আইনগতভাবে সারোগেসির সূচনা হয়।[৩০] ২০০২ সালে ভারতে বাণিজ্যিক সারোগেসিকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর ফলে ভারত বিশ্বব্যাপী সারোগেসির অন্যতম জনপ্রিয় গন্তব্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। বর্তমানে ভারতে এই খাতকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২০১৯ সালের 'সারোগেসি (নিয়ন্ত্রণ) বিল' প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বাণিজ্যিক সারোগেসির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং বন্ধ্যা ভারতীয় দম্পতিদের জন্য নিঃস্বার্থ সারোগেসির অনুমতি প্রদান করে।[৩১]

মুসলিম সমাজে সারোগেসি

বিশ্বের মোট ৬২টি মুসলিম রাষ্ট্র দাপ্তরিকভাবে সারোগেসি প্রথাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এর বৈধতাকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। উদাহরণস্বরূপঃ সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, সৌদি আরব, সিরিয়া, মিশর, সুদান, মরক্কো, সাব-সাহারান অঞ্চলের মুসলিম দেশসমূহ, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ইত্যাদি।[৩২৩৩]

১৯৯৯ সালে ইরান একটি বিশেষ ফতোয়া বা আইনি সিদ্ধান্ত জারি করে, যার মাধ্যমে শর্তসাপেক্ষে সারোগেসি বা গর্ভভাড়া পদ্ধতিকে বৈধতা প্রদান করা হয়। এই সিদ্ধান্তটি শিয়া সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পায়। উদাহরণস্বরূপ–ইরান ও লেবানন ছাড়াও সৌদি আরব, বাহরাইন, ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান, ভারত এবং পাকিস্তানের শিয়া জনগোষ্ঠীর একটি অংশের মধ্যে এই রুলিং বা বিধানটি কার্যকর রয়েছে।[৩৪]

বিশ্বের **১৯৯**টি রাষ্ট্রে সারোগেসি প্রথা স্বীকৃত নয় এবং দেশভেদে এই সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা ভিন্নতর। তবে বিশ্বব্যাপী সারোগেসি বিষয়ক দাপ্তরিক আলোচনা এবং এর প্রকৃত অনুশীলনের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে, তার কিছু লক্ষণ স্পষ্ট। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু দেশে এই পদ্ধতির প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সারোগেসি সম্পর্কে বর্তমান বৈশ্বিক চিন্তাধারা এবং মানুষ কীভাবে প্রচলিত সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কাঠামোর উর্ধ্বে উঠে এই বিষয়টিকে গ্রহণ করছে।

30. Diana Brahams, "The Warnock Report and Surrogacy Legislation," *The Lancet* 2, no. 8400 (1984), 1235–1237.
31. Swati Chaturvedi, Swati Chaturvedi, "The Surrogacy (Regulation) Bill, 2019: A Critical Analysis," *Indian Journal of Medical Ethics* 5, no. 2 (2020), 98–104.
32. David Meirow and Joseph G. Schenker, "The Current Status of Surrogate Motherhood," *Human Reproduction* 12, no. 6 (1997), 125–128.
33. Inhorn, "Making Muslim Babies," 427–450.
34. Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, Peter McDonald, and Meimanat Hosseini-Chavoshi, *The Fertility Transition in Iran: Revolution and Reproduction* (Dordrecht: Springer, 2008), 187–89.

গর্ভাশয় ভাড়া প্রদানের ধরন

সারোগেসি বা গর্ভভাড়াকে প্রধানত দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা যায়: জিনগত সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক চুক্তি। নিচে সারোগেসির প্রধান ধরণগুলো আলোচনা করা হলো।

১. জিনগত বা জৈবিক ভিত্তিতে (Based on Genetic Link)

চিকিৎসা বিজ্ঞানের পদ্ধতি এবং ভ্রূণের সাথে সারোগেট মায়েদের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে একে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

ক. ট্র্যাডিশনাল বা ঐতিহ্যবাহী সারোগেসি (Traditional Surrogacy):[৩৫] এই পদ্ধতিতে সারোগেট মা বা গর্ভধারণকারী নারীর নিজস্ব ডিম্বাণু ব্যবহৃত হয়। সাধারণত 'ইন্ট্রাইউটেরাইন ইনসেমিনেশন' (IUI) বা কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তির মাধ্যমে ইচ্ছুক পিতার (Intended Father) বা ডোনারের শুক্রাণু সারোগেট মায়ের জরায়ুতে স্থাপন করা হয়।এক্ষেত্রে সারোগেট মা শিশুটির জৈবিক মা (Biological Mother) হিসেবে গণ্য হন, কারণ তার জিন শিশুটির মধ্যে থাকে। The American Society for Reproductive Medicine (ASRM)-এর মতে, এটি প্রযুক্তিগতভাবে সহজ হলেও আইনগত ও মানসিকভাবে জটিল হতে পারে, কারণ সারোগেট মায়ের সাথে শিশুটির সরাসরি রক্তের সম্পর্ক থাকে।[৩৬]

খ. জেস্টেশনাল সারোগেসি (Gestational Surrogacy): বর্তমানে এটিই সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি। এতে 'ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন' (IVF) প্রযুক্তির মাধ্যমে ইচ্ছুক পিতামাতার (বা ডোনারের) শুক্রাণু ও ডিম্বাণু দিয়ে ল্যাবরেটরিতে ভ্রূণ তৈরি করা হয় এবং পরে তা সারোগেট মায়ের জরায়ুতে স্থাপন করা হয়।সারোগেট মায়ের সাথে শিশুটির কোনো জিনগত সম্পর্ক থাকে না। তিনি শুধুমাত্র শিশুটিকে গর্ভে ধারণ করেন বা 'ক্যারি' করেন। Centers for Disease Control and Prevention (CDC) এবং ASRM-এর গাইডলাইন অনুযায়ী, এটি আইনগতভাবে বেশি নিরাপদ কারণ সারোগেট মা শিশুটির জেনেটিক অভিভাবক নন।[৩৭]

২. অর্থনৈতিক চুক্তির ভিত্তিতে (Based on Financial Arrangement)

সারোগেট মা কোনো পারিশ্রমিক পাচ্ছেন কিনা, তার ওপর ভিত্তি করে একে আরও দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

---

35. George J. Annas, "Baby M and the Question of Surrogate Motherhood," *The Hastings Center Report* 17, no. 2 (1987), 20–24.
36. Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine, "Consideration of the Gestational Carrier: An Ethics Committee Opinion," *Fertility and Sterility* 110, no. 6 (2018): 1017–21.
37. Centers for Disease Control and Prevention. "Assisted Reproductive Technology (ART) Data." accessed May 15, 2026. https://www.cdc.gov/art/.

ক. পরোপকারী সারোগেসি (Altruistic Surrogacy): এই ব্যবস্থায় সারোগেট মা গর্ভধারণের জন্য কোনো আর্থিক লাভ বা পারিশ্রমিক পান না। ইচ্ছুক পিতামাতা শুধুমাত্র গর্ভাবস্থাকালীন চিকিৎসার খরচ, যাতায়াত খরচ এবং ইন্স্যুরেন্সের ব্যয় বহন করেন।সাধারণত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা বন্ধুদের মধ্যে এটি দেখা যায়। কানাডা, যুক্তরাজ্য এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলোতে সাধারণত এই পদ্ধতিটিই আইনত বৈধ। Human Reproduction Update জার্নালের গবেষণায় দেখা গেছে, অলট্রুইস্টিক সারোগেসিতে নৈতিক জটিলতা কম থাকে।[৩৮]

খ. কমার্শিয়াল বা বাণিজ্যিক সারোগেসি (Commercial Surrogacy): যখন সারোগেট মাকে চিকিৎসার খরচের বাইরেও একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ বা পারিশ্রমিক (ঋবব) প্রদান করা হয়, তখন তাকে কমার্শিয়াল সারোগেসি বলে। এটি একটি ব্যবসায়িক চুক্তির মতো কাজ করে।[৩৯] ইউক্রেন, জর্জিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের কিছু অঙ্গরাজ্যে এটি বৈধ। তবে ভারত (বিদেশিদের জন্য), থাইল্যান্ড এবং নেপালের মতো অনেক দেশে এটি এখন নিষিদ্ধ বা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। World Health Organization (WHO) এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার মতে, এটি কখনো কখনো নারীদের শোষণের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।[৪০]

সমস্ত মুসলিম ফিকহবিদ 'ট্র্যাডিশনাল সারোগেসি' বা 'ঐতিহ্যবাহী গর্ভাশয় ভাড়া'-কে সম্পূর্ণরূপে হারাম (নিষিদ্ধ) ঘোষণা করেছেন। অন্যভাবে বলা যায়, এর আইনগত ও নৈতিক নিষিদ্ধতার বিষয়ে মুসলিম ফিকহবিদদের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ ঐকমত্য বা 'ইজমা' রয়েছে। একইভাবে, কৃত্রিম প্রজনন বা ফার্টিলাইজেশনের আরও কিছু সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে, যা মুসলিম ফিকহবিদগণ সম্মিলিতভাবে নিষিদ্ধ বলে গণ্য করেছেন।[৪১] পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

১. যখন স্বামীর শুক্রাণু সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হয়, তখন স্বামী ব্যতীত তৃতীয় কোনো ব্যক্তির শুক্রাণু ব্যবহার করে স্ত্রীর ডিম্বাণু নিষিক্ত করা।

২. তৃতীয় কোনো নারীর ডিম্বাণু সংগ্রহ করে, তা স্বামীর শুক্রাণুর মাধ্যমে নিষিক্ত করে ইচ্ছুক স্ত্রীর জরায়ু বা প্রজনন নালীতে স্থাপন করা।

৩. ইচ্ছুক মায়ের জরায়ুতে সন্তান ধারণে কোনো ত্রুটি থাকলে, উল্লিখিত দুটি প্রক্রিয়ার জন্য কোনো সারোগেট মা বা গর্ভধারিণী নিয়োগ করা।

---

38. Viveca Söderström-Anttila et al., "Surrogacy: Outcomes for Surrogate Mothers, Children and the Resulting Families—A Systematic Review," *Human Reproduction Update* 22, no. 2 (2016), 260–276.
39. Tulsi Patel, "Commercial Surrogacy and Exploitation of Women in India," *Indian Journal of Gender Studies* 19, no. 2 (2012): 287–93.
40. World Health Organization, *WHO Glossary on ART Terminology* (Geneva: World Health Organization, 2020), 7.
41. International Islamic Fiqh Academy, "Resolution No. 16 (4/3) bi-Sha'n Atfal al-Anabib," *Majallat al-Majma' al-Fiqh al-Islami* 3, no. 1 (1987), 423.

গর্ভাশয় ভাড়া প্রদানের ইসলামি আইন ও ফিকহী বিশ্লেষণ

কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার আলোকে সকল ইসলামি ফকিহ একমত যে, উপরোক্ত তিনটি পরিস্থিতি এবং প্রচলিত বা ঐতিহ্যগত সারোগেসির সকল ধরন শরিয়তসম্মত নয় এবং সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। তাঁদের এই সিদ্ধান্তের পক্ষে তাঁরা নিম্নোক্ত প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন:

➢ **বংশগত মিশ্রণ**

ইসলামের দৃষ্টিতে বংশরক্ষা শরিয়তের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য।[৪২] অতএব বংশগত মিশ্রণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যদি কোনো স্ত্রীর ডিম্বাণু অপরিচিত কোনো পুরুষের শুক্রাণুর মাধ্যমে নিষিক্ত হয়, তবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত স্বামী শরিয়তের সুস্পষ্ট বিধানের পরিপন্থী হওয়ায় সেই সন্তানকে নিজের সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারে না। অনুরূপভাবে, শুক্রাণুদাতাকেও ঐ সন্তানের পিতা গণ্য করা যায় না, কারণ তাদের মধ্যে বৈধ দাম্পত্য সম্পর্ক বিদ্যমান নেই।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত,রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,"সন্তান বৈধ দাম্পত্য সম্পর্কের অধিকারী ব্যক্তির জন্য, আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে বঞ্চনা (কোনো অধিকার নেই)।"।[৪৩]

➢ **নিষিদ্ধ সত্তা নিয়োগ**

ইসলামি শরিয়তে জরায়ু ভাড়ায় দেওয়া একটি নিষিদ্ধ বিষয়। এর কারণ হলো, এই বিষয়টি নারীর গর্ভাশয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত, যা কুরআনের নির্দেশনায় বংশরক্ষার উদ্দেশ্যে বিশেষ মর্যাদা ও সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে।[৪৪]এই কারণেই শরিয়ত তালাক বা স্বামীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে নারীর জন্য 'ইদ্দত' পালন বাধ্যতামূলক করেছে, যাতে তার গর্ভাশয় সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পরিষ্কার থাকার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়।

ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি নির্বিশেষে, প্রথাগত সারোগেসি বা গর্ভাশয় ভাড়া পদ্ধতি আইনি, নৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণে ব্যাপকভাবে আপত্তির সম্মুখীন হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, 'আমেরিকান কলেজ অফ অবস্টেট্রিশিয়ানস অ্যান্ড গাইনোকোলজিস্টস' ১৯৮৭ সালে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, সেই বছরের জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের আইনসভায় এই সংক্রান্ত ৬৪টি বিল উত্থাপন করা হয়েছিল। নৈতিকতার নিরিখে অনেকের যুক্তি এই যে, সারোগেসিব্যবস্থা প্রজনন

42. Mahmud ibn ʿAbd al-Rahman al-Bahuti, *Al-Bunuwah wa-al-Umumah fi al-Shariʿah al-Islamiyyah* (Riyadh: Dar al-Liwaʾ, 1986), 142.
43. Abu Dawud Sulayman ibn al-Ashʿath al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Dhaka: Islamic Foundation, 2001), Hadith 2275.
44. Al-Qu'ran, 23:5

প্রক্রিয়াকে যান্ত্রিক বা ব্যক্তিনিরপেক্ষ করে তোলে এবং বংশগত, গর্ভধারণগত ও সামাজিক পিতৃত্ব-মাতৃত্বের মধ্যে একটি বিভাজন সৃষ্টি করে।[৪৫] অন্যান্যের মতে, সন্তান জন্মদানের মূল উদ্দেশ্য বা প্রেষণা এখানে পরিবর্তিত হয়ে যায়; অর্থাৎ, সন্তানকে তার নিজের অস্তিত্বের পূর্ণতার জন্য নয়, বরং অন্যের সুবিধা বা স্বার্থের জন্য গর্ভে ধারণ করা হয়।[৪৬]

নৈতিক সমস্যার পাশাপাশি সারোগেসি (গর্ভাশয় ভাড়া) বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নেরও জন্ম দেয়। তাই সারোগেসির মাধ্যমে গর্ভধারণকে একটি 'উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা' হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। এই প্রেক্ষিতে, গর্ভধারণের পূর্বে, চলাকালীন এবং পরবর্তী সময়ে সারোগেট মাতাদের পেশাদার কাউন্সেলিং বা মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শ প্রদান করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।[৪৭]সারোগেসির মাধ্যমে জন্ম নেওয়া শিশুর ক্ষেত্রে পিতার পরিচয় নিশ্চিত থাকলেও, মাতৃত্বের বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে যায়। প্রশ্ন ওঠে–মা আসলে কে? যিনি ডিম্বাণু প্রদান করেছেন (দ্বিতীয় ধরনের সারোগেসির ক্ষেত্রে) তিনি, নাকি সেই নারী যিনি গর্ভধারিণী হিসেবে কাজ করেছেন এবং সন্তান প্রসব করেছেন?

ড. ইউসুফ আল-কারজাভি রহ. মতপ্রকাশ করেছেন যে, ডিম্বাণুর মালিকই হলেন শিশুর প্রকৃত মা, সারোগেট মা নন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, ওই ডিম্বাণু থেকেই ভ্রূণের বিকাশ ঘটেছে।[৪৮] মানুষের বংশগতি এবং ভ্রূণতত্ত্বের বিষয়টি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিস থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট। পবিত্র কুরআন সেই প্রকৃত মায়ের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দেয়,

ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْۖ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদের 'যিহার' করে (অর্থাৎ, তাদের মা বলে ঘোষণা করে), তারা তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদেরকে জন্ম দিয়েছে। নিশ্চয় তারা একটি মন্দ ও মিথ্যা কথা বলে। আর নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৪৯]

কুরআন সর্বদা জরায়ু বা গর্ভের মাধ্যমে মা ও সন্তানের সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয়। এছাড়া কুরআন সন্তানদেরকে তাদের পিতা-মাতার প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশ দেয়,

45. American College of Obstetricians and Gynecologists, "Surrogate Motherhood: Ethical and Legal Issues," *ACOG Technical Bulletin*, no. 117 (1987), 1–8.
46. Olga van den Akker, "The Psychological and Social Consequences of Surrogacy," *Human Reproduction Update* 6, no. 2 (2000), 145–161.
47. Susan Meinke, "Psychological Aspects of Surrogate Parenting," *Journal of Reproductive Medicine* 35, no. 2 (1990), 123–128.
48. Yusuf al-Qaradawi, *Fatawa Muʿasirah* (Cairo: Dar al-Qalam, 1998), 3, 512–515.
49. Al-Qu'ran, 58:2

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

হে মানুষ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে সম্মানিত, যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী (আল্লাহভীরু)। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে খবর রাখেন।[৫০]

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾

আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছি–তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার বুকের দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে–এই মর্মে যে, আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতিও। আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে।[৫১]

সুতরাং, উল্লিখিত আয়াতের আলোকে–যা জরায়ুর বা গর্ভকালীন সম্পর্কের গুরুত্ব নির্দেশ করে–প্রকৃত মা হলেন তিনিই, যিনি সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন এবং প্রসববেদনা সহ্য করে তাকে জন্ম দেন।[৫২] এর ফলে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক প্রশ্ন দেখা দিতে পারে; ফসলের ওপর বৈধ দাবিকার থাকবে–বীজ বিক্রেতার নাকি কৃষকের? নিঃসন্দেহে, জরায়ু থেকে ডিম্বাশয়ের সম্পর্ককে পৃথক করা একটি সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। একইভাবে, পূর্ববর্তী ফকিহ বা আইনবিদগণও অতীতে এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হননি। সমসাময়িক আইনবিদদের জন্য এর উত্তর খুঁজে বের করা একটি চ্যালেঞ্জ। বিশেষজ্ঞ এবং মুসলিম আইনবিদগণ বিশ্বাস করেন যে, পিতা-মাতার জন্য ব্যবহৃত শব্দটি আরবি 'বিলাদাহ' (الولادة) বা জন্মদান প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এর ক্রিয়াপদ 'ওয়ালাদা' (ولد) মানে হলো কাউকে জন্ম দেওয়া। আরবিতে পিতার প্রতিশব্দ হলো (والد) এবং মাতার জন্য'ওয়ালিদাহ' (والدة)। দ্বিবচন অর্থে পিতা-মাতা উভয়কে বোঝাতে 'ওয়ালিদাইন' বা '(والدين)' শব্দ ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে, ওয়ালিদ এবং ওয়ালিদাহ বলতে কোনো ব্যক্তির জন্মের উৎসকেই বোঝায়।[৫৩] একারণেই মহান আল্লাহ তাঁর অবতীর্ণ কিতাবে বলেছেন,

50. Al-Qu'ran, 49:13
51. Al-Qu'ran, 31:14
52. Al-Qu'ran, 46:15
53. Muhammad Ali al-Bar and Hasan Hathout, *Islamic Perspectives in Obstetrics and Gynecology* (Jeddah: Saudi Medical Journal Press, 1989), 85.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ﴾

হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক জোড়া পুরুষ ও নারী থেকে।[৫৪]

সুতরাং, মানুষের বংশবৃদ্ধি হলো পুরুষের শুক্রাণু এবং নারীর ডিম্বাণুর সম্মিলিত ফলাফল। জরায়ুর প্রাথমিক কাজ হলো নিষিক্ত ডিম্বাণুটিকে ধারণ করা, যা জরায়ুর প্রাচীরে প্রোথিত (implanted) হয় এবং সেখান থেকে রক্তনালীর মাধ্যমে পুষ্টি গ্রহণ করে–যা মূলত এই উদ্দেশ্যেই বিকশিত হয়।[৫৫] যখন গর্ভধারণ ঘটে, তখন জরায়ু একটি 'ইনকিউবেটর' বা সুরক্ষিত আধার হিসেবে কাজ করে, যেখানে জন্ম পর্যন্ত ভ্রূণ নিরাপদভাবে বেড়ে ওঠে।[৫৬] আল-রাগিব আল-ইসফাহানি বলেন,

الرَّحِمُ: رَحِمُ المرأة، وامرأة رَحُومٌ تشتكي رحمها. ومنه استعير الرَّحِمُ للقرابة، لكونهم خارجين من رحم واحدة، يقال: رَحِمٌ ورُحْمٌ .

الرَّحِمُ: নারীর গর্ভাশয় (জরায়ু)। আর রাহূম (رَحُوم) বলা হয় সেই নারীকে, যে তার গর্ভাশয়ের ব্যথা বা রোগের অভিযোগ করে। এ থেকেই الرَّحِمُ। শব্দটি রূপক অর্থে আত্মীয়তা বা রক্তসম্পর্ক বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে; কারণ আত্মীয়স্বজন একই গর্ভধারা বা একই বংশমূল থেকে উদ্ভূত। বলা হয়: رَحِمٌ এবং رُحْمٌ, অর্থাৎ আত্মীয়তা ও রক্তের সম্পর্ক।[৫৭] এমনকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিসে অত্যন্ত সুন্দর রূপকের মাধ্যমে 'রাহিম' বা জরায়ুর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الخَلْقَ، حَتَّى إِذَا [ص:٦] فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ، قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَهُوَ لَكِ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে 'আর-রাহিম' (জরায়ু বা আত্মীয়তার বন্ধন) অন্তর্ভুক্ত। তখন আর-রাহিম আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে সেই ব্যক্তিদের থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করল যারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে। আল্লাহ তাআলা তখন বললেন, আমি তার ওপর আমার রহমত বর্ষণ করব যে তোমার বন্ধন

54. Al-Qu'ran, 49:13
55. John A. Robertson, "Surrogate Mothers: Not So Novel After All," *Hastings Center Report* 13, no. 5 (1983), 28–34.
56. Gamal I. Serour, "Islamic Perspectives in Human Reproduction," *Reproductive BioMedicine Online* 13, no. 1 (2006), 34–38.
57. Abu al-Qasim al-Husayn ibn Muhammad al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, ed. Safwan ʿAdnan Dawudi (Damascus: Dar al-Qalam, 1992), 347.

বজায় রাখবে, আর তার থেকে আমার রহমত তুলে নেব যে তোমার বন্ধন ছিন্ন করবে।"[৫৮]

অন্য একটি হাদিস অনুযায়ী,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا اللَّهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنِ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ""

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে,'আর-রাহিম' নামটি আল্লাহর অন্যতম গুণবাচক নাম 'আর-রহমান' থেকে উদ্ভূত। তাই মহান আল্লাহ জরায়ুকে সম্বোধন করে বলেছেন: "যে ব্যক্তি তোমার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে, আমি তার সাথে সুসম্পর্ক রাখব; আর যে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করবে, আমি তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেব"।[৫৯] অন্যদিকে, ইহুদি আইন অনুযায়ী, সারোগেসির মাধ্যমে জন্ম নেওয়া শিশু সেই নারীর সন্তান বলে গণ্য হয় যিনি তাকে জন্ম দিয়েছেন এবং সেই ব্যক্তি তার পিতা হিসেবে স্বীকৃত হন যিনি এই উদ্দেশ্যে শুক্রাণু দান করেছেন।[৬০]

সারোগেসির বিতর্কিত পদ্ধতিসমূহ:

'জেস্টেশনাল সারোগেসি' বা 'সম্পূর্ণ সারোগেসি' মুসলিম ফকিহদের মধ্যে সর্বাধিক বিতর্কিত সারোগেসির ধরন হিসেবে বিবেচিত। মুসলিম ফকিহদের আলোচনায় জেস্টেশনাল সারোগেসির দুটি রূপ পরিলক্ষিত হয়, এবং উভয়টিই মতভেদ ও বিতর্কের বিষয়।

➢ **সারোগেট মাতা হিসেবে দ্বিতীয় স্ত্রী**

জেস্টেশনাল সারোগেসির (Gestational Surrogacy) ক্ষেত্রে, আগ্রহী স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী নৈতিকতার ভিত্তিতে তার সেবা প্রদান করতে পারেন। তবে অধিকাংশ মুসলিম আইনবিদ (ফকিহ) একে 'নিষিদ্ধ' হিসেবে গণ্য করেছেন। অন্যদিকে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আইনবিদ সারোগেসির এই রূপটিকে বৈধতা দিয়েছেন। এই পদ্ধতিটির বৈধতা দিয়ে'মজলিস আল-ফিকহি'(আল-মাজমাউল ফিকহী আল-ইসলামী বি-মাক্কাতিল মুকাররমা) তাদের সপ্তম অধিবেশনে (১৪০৪ হিজরি) একটি ডিক্রি জারি করেছিল–তবে শর্ত ছিল যে, এতে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং এটি

[58]. Muhammad ibn Ismaʿil al-Bukhari, *Ṣahih al-Bukhari*, trans. Muhammad Muhsin Khan (Riyadh: Darussalam Publishers, 2002), Hadith No: 5987.

[59]. Muhammad ibn Ismaʿil al-Bukhari, *Ṣahih al-Bukhari*, trans. Muhammad Muhsin Khan (Riyadh: Darussalam Publishers, 2002), Hadith No: 5988.

[60]. Ellen Armour, *Contemporary Jewish and Christian Understandings of Surrogacy* (New York: Columbia University Press, 2012), 124.

কেবল চরম প্রয়োজনের সময়ই করা যাবে।[৬১] অবশ্য, মজলিস এক বছর পর বিভিন্ন কারণে তাদের এই আদেশটি বাতিল করে দেয়। যার অন্যতম কারণ ছিল–দ্বিতীয় স্ত্রী তার স্বামীর মাধ্যমে (প্রাকৃতিকভাবে) গর্ভবতী হওয়ার অবিরাম সম্ভাবনা। এমন পরিস্থিতিতে শিশুদের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়বে। তবে স্বামী যদি পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করেন, তবে এটি (পার্থক্য করা) সম্ভব। যারা সারোগেসির এই বিকল্পটিকে সমর্থন করেন, তাদের অন্যতম শক্তিশালী যুক্তি হলো–এখানে বংশগতির মিশ্রণের কোনো ভয় নেই। যেহেতু উভয় নারীই একই ব্যক্তির স্ত্রী, তাই শরিয়াহর বিধান অনুযায়ী এখানে বংশপরিচয়ের (Lineage) সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। একইভাবে, গর্ভাশয় ভাড়ার (Hiring of uterus) সমস্যাটিও এখানে সমাধান হয়ে যায়; কারণ এক্ষেত্রে জরায়ুটি কোনো ইজারা বা ভাড়া নয়, বরং এটি দ্বিতীয় স্ত্রীর পক্ষ থেকে দান বা উপহার হিসেবে গণ্য হতে পারে, যা মানবতার প্রতি সম্মানকে আরও বৃদ্ধি করে। ফলস্বরূপ, বৃহত্তর অর্থে শরিয়াহর কোনো আপত্তি ছাড়াই সারোগেসির এই বিকল্পটি গ্রহণ করা যেতে পারে। যেসব দেশে দ্বিতীয় বিবাহ আইনত নিষিদ্ধ, সেই দেশগুলো ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে একে অনুমোদন দেওয়া সম্ভব।

➢ **অপরিচিত নারীকে সারোগেট হিসেবে নিয়োগ**

এক্ষেত্রে, আবেদনকারী স্বামীর শুক্রাণু এবং আবেদনকারী স্ত্রীর ডিম্বাণু গবেষণাগারে একত্রিত করে একটি ভ্রূণ তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে সেই ভ্রূণটি একজন অপরিচিত নারীর জরায়ুতে স্থানান্তর করা হয়, যেখানে এটি স্বাভাবিকভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়। যেহেতু স্ত্রীর ডিম্বাণু তার স্বামীর শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত করা হয় এবং এরপর কৃত্রিমভাবে সারোগেট মাতার জরায়ুতে স্থাপন করা হয়, তাই জন্ম নেওয়া শিশুর সাথে সারোগেট মাতার কোনো বংশগত বা জেনেটিক সম্পর্ক তৈরি হয় না। বরং, যে দম্পতির কাছ থেকে প্রজনন উপাদান (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) সংগ্রহ করা হয়েছে, তারাই শিশুর প্রকৃত বংশগত পিতা-মাতা হিসেবে গণ্য হন। পূর্বের দুটি যুক্তি, অর্থাৎ বংশপরিচয়ের মিশ্রণ (Genealogical Amalgamation) এবং নিষিদ্ধ সত্তাকে নিয়োগ (Hiring of a Forbidden Entity) পদ্ধতির নিষিদ্ধতা প্রমাণের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সারোগেসির এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে উপরোক্ত যুক্তিগুলো অপর্যাপ্ত। অধিকন্তু, ইসলামি ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতিসমূহ প্রয়োগ করলে এই যুক্তিগুলোর বাস্তব কার্যকারিতা দুর্বল হয়ে পড়ে। ইসলামি পণ্ডিতগণ আধুনিক চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির মোকাবিলায় ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতিসমূহের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে এই নীতিগুলো বর্তমান বৈশ্বিক সমস্যাবলীর সমাধানে অপরিহার্য ভূমিকা

[61]. ʿAbdullah ibn ʿAbd al-Rahman al-Bassam, "Hukm Talqih al-Buwayḍah al-Kharijiyyah wa-Ziraʿatiha fi Rahim al-Zawjah al-Ukra," *Majallat al-Majmaʿ al-Fiqhi al-Islami* 7, no. 1 (1404 AH), 154.

পালন করে। মূলত, এই নীতিগুলো কেবল একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য নয়, বরং এগুলো মৌলিক এবং উপ-বিষয়গুলোর একটি বিস্তৃত পরিসরে নির্দেশনা প্রদান ও বিতর্কের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। অতএব, ফিকহশাস্ত্রের এই মূলনীতিগুলো আধুনিক সমস্যা সংক্রান্ত শরিয়াহর বিধান অনুমানের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস। এমনকি এই আইনগুলোর মধ্যে খোদ শরিয়াহর অস্তিত্ব রক্ষা, শরিয়াহর নির্দেশনার প্রাপ্যতা এবং সর্বকালে ও সর্বস্থানে ফিকহশাস্ত্রের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার সম্ভাবনা বিদ্যমান। সুতরাং, সারোগেসির এই বিশেষ রূপটির সাথে জড়িত সমস্যাগুলোও নিচের ফিকহশাস্ত্রীয় নীতিগুলোর আলোকে সমাধান করা সম্ভব।

অনুমতির প্রাধান্য (الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ)

আলোচ্য সারোগেসির পদ্ধতিটিকে বৈধ প্রমাণের ক্ষেত্রে ফকিহ বা আইনবিদদের প্রধান যুক্তি হলো 'আল আসলু আল-ইবাহাহ' (الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَة) বা অনুমতির প্রাধান্য। এই মূলনীতির আলোকে ইসলামি আইনবিদরা বিতর্ক করেন যে, কোনো ব্যক্তি এমন কোনো কাজে লিপ্ত হতে পারবেন কি না যার বিধান শরিয়াহর প্রাথমিক উৎসগুলোতে (কুরআন ও সুন্নাহ) পাওয়া যায় না। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা দুটি দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাই; প্রথমটি হলো (الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَة) (মূলত অনুমোদিত) এবং অন্যটি হলো 'আল আসলু আল-তাহরীম' (التَّحْرِيمُ الأَشْيَاءِ فِي الأَصْلُ) (মূলত নিষিদ্ধ)। 'আল আসলু আল-তাহরীম' মানে হলো, সবকিছুই নিষিদ্ধ এবং তা পরিহার করতে হবে, যতক্ষণ না শরিয়াহর কোনো প্রমাণ সেটি বৈধ বলে নিশ্চিত করে। অন্যদিকে, 'আল আসলু আল-ইবাহাহ' মানে হলো, সবকিছুই বৈধ বা অনুমোদিত, যতক্ষণ না সেটি নিষিদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়। ধর্মের ক্ষেত্রে কর্মসমূহ দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভাগে বিভক্ত, যথা: ইবাদত (উপাসনা) এবং মুআমালাত (লেনদেন বা সামাজিক কর্মকাণ্ড)। ইবাদতের ক্ষেত্রে 'আল আসলু আল-তাহরীম' বা নিষেধাজ্ঞার নীতি প্রয়োগ করা হয়, যতক্ষণ না শরিয়াহ কোনো কিছুকে বৈধ ঘোষণা করে। বিপরীতে, মুআমালাত বা লেনদেনের ক্ষেত্রে 'আল আসলু আল-ইবাহাহ' বা অনুমতির নীতি প্রয়োগ করা হয়, যতক্ষণ না শরিয়াহ কোনো কিছুকে নিষিদ্ধ প্রমাণ করে। ইবাদতের ক্ষেত্রে 'আল আসলু আল-তাহরীম'-এর বিষয়ে ঐকমত্য থাকলেও, লেনদেনের ক্ষেত্রে 'আল আসলু আল-ইবাহাহ' নিয়ে মতভেদ রয়েছে; কারণ কিছু আইনবিদ লেনদেনের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞার নীতিকে প্রাধান্য দেন। ইমাম আবু হানিফার রহ. মতে, লেনদেনের ক্ষেত্রেও মূলত 'আল আসলু আল-তাহরীম' বা নিষেধাজ্ঞার নীতি প্রয়োগ করা হবে।[৬২] তবে হানাফি মাযহাবের পরবর্তীকালের অধিকাংশ পণ্ডিত লেনদেনের ক্ষেত্রে 'আল আসলু আল-ইবাহাহ' বা অনুমতির নীতি প্রয়োগ করেন। যেমন–কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম

62. Jalal al-Din ʿAbd al-Rahman al-Suyuti, *Al-Ashbah wa-al-Naẓaʾir fi Qawaʿid wa-Furuʿ Fiqh al-Shafiʿiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1990), 60.

বলেছেন যে, বস্তুর মূল সত্তা বা নির্যাস হলো তার বৈধতা।[৬৩] কামালুদ্দীন ইবনুল হুমামের পূর্বে, প্রখ্যাত হানাফি পণ্ডিত ইমাম সারাখসী রহ. লিখেছিলেন যে, বস্তুর ক্ষেত্রে অনুমতির প্রাধান্য বিদ্যমান এবং কোনো কিছু 'হারাম' বা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি কেবল শরিয়াহর প্রমাণের ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হবে।[৬৪] সুতরাং বলা যেতে পারে যে, অধিকাংশ মুসলিম আইনবিদ বিশ্বাস করেন যে ধর্ম এবং যুক্তি উভয়ই 'আল আসলু আল-ইবাহাহ' বা অনুমতির প্রাধান্যকে সমর্থন করেন। এ প্রসঙ্গে তারা পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন।

তাদের মতামতের সপক্ষে কুরআনের দলিলসমূহ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا "তিনিই সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের (কল্যাণের) জন্য সৃষ্টি করেছেন"।[৬৫]কুরআনের এই আয়াত থেকে আইনবিদগণ (ফকিহ) পার্থিব সম্পদের ক্ষেত্রে 'অনুমতির প্রাধান্য' বা বৈধতার বিধানটি অনুমান করেছেন। আল-জামাখশারী এবং কুরআনের অন্যান্য মুফাসসিরগণও তাদের তাফসির গ্রন্থে এই বিধানটি উল্লেখ করেছেন।[৬৬] একই সূরার অন্য একটি আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا "হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল (বৈধ) ও পবিত্র রয়েছে, তা থেকে তোমরা আহার করো"।[৬৭]এই আয়াতটি সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। এখান থেকে আইনবিদগণ এই নীতিটি আহরণ করেছেন যে, ইসলামে মূলত সমস্ত ঐশ্বরিক নিয়ামতই বৈধ, যতক্ষণ না কুরআন বা হাদিসে সেগুলোর বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায়।[৬৮] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বলেছেন,

> عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا"
>
> আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন "আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা বৈধ করেছেন তা হালাল, আর যা নিষিদ্ধ করেছেন তা হারাম; আর যে বিষয়ে তিনি নীরব থেকেছেন তা মার্জনীয় বা অনুমোদিত।

63. Kamal al-Din Muhammad ibn ʿAbd al-Wahid Ibn al-Humam, *Al-Tahrir fi Usul al-Fiqh* (Cairo: Muʾassasat al-Halabi, 1997), 118.
64. Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsi, *Usul al-Sarakhsi*, ed. Abu al-Wafa al-Afghani (Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2002), 1:324.
65. Al-Qu'ran, 02:29
66. Abu al-Qasim Mahmud bin 'Umar al-Zamakhshari, *Al-Kashshaf 'an Haqa'iq Ghawamiḍ al-Tanzil* (Riyadh: Maktabat al-'Ubaykan, 1407 AH), vol. 1, 152.
67. Al-Qu'ran, 02:168
68. Muhammad Sayyid Tantawi, *Al-Tafsir al-Wasit li-l-Qurʾan al-Karim* (Cairo: Dar Nahḍat Misr, 1997), 1:365.

সুতরাং আল্লাহর দেওয়া এই সুযোগ গ্রহণ করো, কারণ আল্লাহ কোনো কিছু ভুলে যান না”।[৬৯]

ইমাম জাফর সাদিক রা. থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: "كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّ ىتَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ ،فَتَدَعَهُ"

যাবতীয় সবকিছুই তোমার জন্য বৈধ, যতক্ষণ না তুমি এর অবৈধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হও; (অবৈধ্যতা নিশ্চিত হলে) তখন তুমি তা বর্জন করবে।[৭০]

অতএব, ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতি ‘আল আসলু আল-ইবাহাহ’ (অনুমতির প্রাধান্য)-এর ভিত্তিতে উপরে উল্লেখিত সারোগেসির পদ্ধতিতে কোনো সমস্যা নেই। যেহেতু এই বিষয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয়নি এবং কোনো কুরআনের আয়াত, হাদিস কিংবা বিশেষ শরীয়াহগত প্রমাণ নেই যা সারোগেসির এই রূপটিকে হারাম বা নিষিদ্ধ নির্দেশ করে, তাই এক্ষেত্রে ‘অনুমতির প্রাধান্য’ বা বৈধতার নীতিটিই কার্যকর হবে।[৭১]

প্রয়োজনীয়তা নিষিদ্ধ বিষয়কে বৈধ করে এটি ইসলামি ফিকহশাস্ত্রের আরেকটি মূলনীতি যা উপর্যুক্ত সারোগেসির পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত। الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ ‘প্রয়োজনীয়তা নিষিদ্ধ বিষয়কে বৈধ করে’ এই নীতিটি নির্দেশ করে যে, কোনো জরুরি প্রয়োজন বা দাবির প্রেক্ষিতে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ বিষয়গুলো অনুমোদিত হতে পারে। এই ধারণাটি পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। যেমন সূরা আল-আনআমে বলা হয়েছে:

﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾

তোমাদের জন্য যা হারাম করা হয়েছে তা তিনি স্পষ্টভাবে তোমাদের বলে দিয়েছেন, তবে সে ক্ষেত্র ভিন্ন যখন তোমরা নিরুপায় হয়ে পড়ো[৭২]

কুরআনের এই আয়াতে মূলনীতি বা বিধানটি রূপরেখাভুক্ত করা হয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে পড়েন যেখানে ব্যক্তিগত বা সামাজিক ক্ষতি রোধ করার একমাত্র উপায় হলো নিষিদ্ধ পথ অবলম্বন করা, তখন শরিয়াহ তাকে তা করার অনুমতি দেয়। আমরা যদি এই নিয়মের আলোকে নারী বন্ধ্যাত্বের বিষয়টি লক্ষ্য করি,

[69]. Abu ‘Abdullah Muhammad bin ‘Abdullah al-Hakim al-Naysaburi, *Al-Mustadrak ‘ala al-Ṣahihayn*, ed. Mustafa ‘Abd al-Qadir ‘Ata (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), vol. 4, 121.

[70]. Muhammad bin Ya‘qub al-Kulayni, *Al-Kafi*, ed. ‘Ali Akbar al-Ghaffari (Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2007), vol. 5, 313.

[71]. Al-Sayyid Hasan al-Musawi al-Bajnordi, *Al-Qawa‘id al-Fiqhiyah*, ed. Muhammad Asif al-Muhsini (Najaf: Matba‘at al-Adab, 1992), vol. 2, 44.

[72]. Al-Qu’ran, 06:119

তবে এটি স্পষ্ট হবে যে, আমাদের সংস্কৃতিতে অনেক বন্ধ্যা নারী সারা জীবন এমন কিছুর জন্য লাঞ্ছিত হন যা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কারণ সন্তান ধারণ করতে না পারা এমন একটি বিষয় যেখানে একজন নারীর কিছু করার থাকে না। এমতাবস্থায়, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে থাকা নারীদের জন্য সামাজিক ও ক্ষেত্রবিশেষে শারীরিক লাঞ্ছনা এড়াতে সারোগেসি পদ্ধতি ব্যবহার করা বৈধ হতে পারে।সারোগেসি ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বেশ কিছু সামাজিক সুবিধা প্রদান করে। এর মধ্যে অন্যতম হলো বন্ধ্যাত্বের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের সমস্যার সমাধান, যা বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে অত্যন্ত প্রকট। ফলস্বরূপ, পূর্বোক্ত মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে এই ধরনের পরিস্থিতিতে সারোগেসি পদ্ধতির প্রয়োগ ন্যায়সংগত হবে।এখানে আরও উল্লেখ্য যে, সকল আইনবিদের মতে, যদিও উপরোক্ত নীতিটি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নিষিদ্ধ কাজ বা বিষয়কে বৈধ করতে ব্যবহৃত হতে পারে, তবে সারোগেসির ক্ষেত্রে এটি সবার আগে প্রয়োগ করা সম্ভব। কারণ সারোগেসির নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টিই আইনবিদদের দ্বারা এখন পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি। তবুও সারোগেসি নিয়ে দুটি অনিশ্চয়তা বা সংশয় রয়েছে যা সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

সারোগেসি কি ব্যভিচার?

কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করেন যে, ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া শিশু যেমন কোনো বৈধ (শরয়ী) চুক্তি ছাড়া জন্মায়, তেমনি সারোগেসির ফলে যে নারী তার জরায়ুতে অন্যের শুক্রাণু ও ডিম্বাণু বহন করেন, তিনিও কোনো বৈধ চুক্তি ছাড়াই সন্তানের জন্ম দিচ্ছেন। তাই তাদের মতে, সারোগেসি হলো ব্যভিচারের মতো একটি কাজ, যা যেকোনো আসমানি ধর্মে নিষিদ্ধ। পবিত্র কুরআনে বিশ্বাসীদের সতর্ক করে বলা হয়েছে: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا “আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয়ই এটি একটি অশ্লীল কাজ এবং অত্যন্ত মন্দ পথ”।[৭৩]

অন্যদিকে, ব্যভিচারের সাথে সন্তান জন্মদানের কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই; যদি থাকতো, তবে একজন বন্ধ্যা নারীর পক্ষে ব্যভিচার করা অকল্পনীয় হতো। বরং শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যভিচার বলতে বোঝায়–একজন পুরুষ এবং একজন নারীর মধ্যে অবৈধ যৌন মিলন এবং কমপক্ষে লিঙ্গমুণ্ডের (Glans)প্রবেশ ঘটা।[৭৪] সারোগেসির ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে না; কারণ এই প্রক্রিয়াটি কৃত্রিমভাবে সম্পন্ন করা হয় যেখানে কোনো শারীরিক মিলন বা কামলালসার সংশ্লিষ্টতা থাকে না।

সারোগেসির মাধ্যমে জন্ম নেওয়া শিশুর বংশপরিচয়

যদিও কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে, সারোগেসির মাধ্যমে জন্ম নেওয়া শিশুর পরিচয় তার সারোগেট মায়ের সাথে হওয়া উচিত, ‘কমিশনিং’ বা মূল বাবা-মায়ের সাথে নয়; কিন্তু বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করলে এটি স্পষ্ট হয় যে, বংশপরিচয়

[73]. Al-Qu’ran, 17:32

[74]. Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Rawḍat al-Talibin wa-‘Umdat al-Muftin*, ed. Zuhayr al-Shawish (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1405 AH), vol. 10, 85.

কেবল জন্মের ওপর নয় বরং বীর্যের (Sperm) ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾

> এবং তিনিই সেই সত্তা, যিনি পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। আর তোমার প্রতিপালক (সৃষ্টির বিষয়ে) সর্বশক্তিমান।[৭৫]

এই আয়াতটি নির্দেশ করে যে, একই পানি (বীর্য) থেকে সৃষ্ট মানুষ মূলত একটি বংশধারা এবং তার বংশপরিচয় মূলত সেই পানিরই একটি পরিবর্তিত অবস্থা।

মানব প্রজনন প্রক্রিয়া সাধারণত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের মাধ্যমে শুরু হয়, যা স্বাভাবিক যৌন মিলন বা ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (IVF)–যেকোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সংঘটিত হতে পারে। মানবদেহ একটি ডিপ্লয়েড অবস্থা (diploid condition) বহন করে, যার অর্থ প্রতিটি সোমাটিক কোষে ২৩ জোড়া, অর্থাৎ মোট ৪৬টি ক্রোমোজোম বিদ্যমান থাকে। এর মধ্যে ২৩টি ক্রোমোজোম পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত শুক্রাণু থেকে এবং অপর ২৩টি মাতৃসূত্রে প্রাপ্ত ডিম্বাণু থেকে আসে। নিষেকের সময় এই দুইটি হ্যাপ্লয়েড (haploid) গ্যামেট একত্রিত হয়ে একটি পূর্ণ ডিপ্লয়েড কোষ গঠন করে, যাকে জাইগোট (zygote) বলা হয়, যা পরবর্তী ভ্রূণীয় বিকাশের সূচনা করে।[৭৬]

এই পর্যায়ে বংশগত উপাদানগুলো স্থানান্তরিত হয়ে যায় এবং এখন বংশপরম্পরার সংমিশ্রণ ঘটার ঝুঁকিও দূরীভূত হয়। ফলে, শিশুটির বংশপরিচয় তার সৃষ্টির মূল উৎসের ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হবে এবং তা তার প্রকৃত বাবা-মায়ের সাথেই যুক্ত হবে। এমনকি জিনগতভাবেও সারোগেট মায়ের সাথে শিশুর কোনো সম্পর্ক থাকে না এবং তিনি শিশুটির অস্তিত্বের মূল কারণও নন; বরং যে মহিলার ডিম্বাণু তার জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, তিনিই শিশুটির অস্তিত্বের প্রকৃত কারণ।যেহেতু শিশুর অধিকারসমূহ যেমন–উত্তরাধিকার, ভরণপোষণ, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি বংশপরিচয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়; তাই সারোগেসির মাধ্যমে জন্ম নেওয়া শিশুর এই সমস্ত অধিকার তার প্রকৃত বাবা-মায়ের মাধ্যমেই নিশ্চিত হবে, সারোগেট মায়ের মাধ্যমে নয়।এছাড়া, এখানে বংশপরিচয় গুলিয়ে যাওয়ার বা মিশ্রিত হওয়ার কোনো ভয় নেই, কারণ ভ্রূণটি সারোগেট মাতার জরায়ুর বাইরে (গবেষণাগারে) তৈরি হয়। ফলস্বরূপ, শরীয়াহ অনুযায়ী সারোগেসির মাধ্যমে জন্ম নেওয়া শিশুকে ব্যভিচারের

75. Al-Qu'ran, 25:54

76. Jane B. Reece et al., *Campbell Biology*, 12th ed. (New York: Pearson, 2020), chapters on Meiosis and Sexual Reproduction; Bruce Alberts et al., *Molecular Biology of the Cell*, 6th ed. (New York: Garland Science, 2015), Sections on fertilization and early embryonic development.

ফলে জন্ম নেওয়া শিশু হিসেবে গণ্য করা যায় না, কারণ সারোগেসি প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যভিচারের মূল ধারণাটিই অনুপস্থিত।

ফলাফল ও পর্যালোচনা

সারোগেসি বা গর্ভাশয় ভাড়া আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন, যা বন্ধ্যাত্ব নিরসন এবং সন্তান লাভে অক্ষম দম্পতিদের জন্য একটি বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষ করে ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (IVF) প্রযুক্তির বিকাশের পর জেস্টেশনাল সারোগেসি চিকিৎসাক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।[৭৭]গবেষণার ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সারোগেসির মূল্যায়ন কেবল চিকিৎসাগত কার্যকারিতার আলোকে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি বংশপরিচয়, মাতৃত্বের ধারণা, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের মতো মৌলিক প্রশ্নের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।ফলে বিষয়টির যথার্থ মূল্যায়নের জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞান, বায়োএথিকস এবং ইসলামি আইনশাস্ত্রের সমন্বিত পর্যালোচনা অপরিহার্য।[৭৮]

চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সারোগেসি সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তির (Assisted Reproductive Technology) একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। বিশেষত যেসব নারী জন্মগত বা অর্জিত জরায়ুজনিত সমস্যার কারণে সন্তান ধারণে অক্ষম, কিংবা যাদের ক্ষেত্রে গর্ভধারণ জীবনহানির ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে, তাদের জন্য জেস্টেশনাল সারোগেসি একটি কার্যকর বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হয়। ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (IVF) প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে বর্তমানে জৈবিক পিতা-মাতার গ্যামেট ব্যবহার করে ভ্রূণ সৃষ্টি এবং তা অন্য নারীর জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।[৭৯] চিকিৎসা-প্রযুক্তির এই অগ্রগতি বন্ধ্যাত্ব সমস্যার সমাধানে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করলেও, এর সঙ্গে নৈতিক ও সামাজিক প্রশ্নও সমানভাবে উত্থাপিত হয়েছে।

বায়োএথিকসের আলোচনায় সারোগেসিকে ঘিরে প্রধানত তিনটি বিষয় গুরুত্ব পায়: সারোগেট মায়ের স্বাধীন সম্মতি, মানবদেহের বাণিজ্যিকীকরণ এবং শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ। অনেক গবেষকের মতে, বাণিজ্যিক সারোগেসি দরিদ্র নারীদের অর্থনৈতিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে শোষণের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। একই সঙ্গে মাতৃত্বকে চুক্তিভিত্তিক সেবায় রূপান্তরিত করার ফলে মানবদেহ ও প্রজনন প্রক্রিয়ার পণ্যায়নের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।[৮০] অন্যদিকে, মনস্তাত্ত্বিক গবেষণাগুলোতে দেখা গেছে যে,

77. Gamal I. Serour, "Islamic Perspectives in Human Reproduction," *Journal of Assisted Reproduction and Genetics* 15, no. 3 (1998), 123–126.

78. A. Atighetchi, *Islamic Bioethics: Problems and Perspectives* (Dordrecht: Springer, 2007), pp. 135–142.

79. Gamal I. Serour, "Islamic Perspectives in Human Reproduction," *Journal of Assisted Reproduction and Genetics* 15, no. 3 (1998), 123–126.

80. Marie Fox, "Surrogacy and the Meaning of Parenthood," *Medical Law Review* 17, no. 1 (2009), pp. 63–82.

গর্ভধারণকারী নারী দীর্ঘ গর্ভকালীন সময়ে গর্ভস্থ শিশুর সঙ্গে আবেগীয় বন্ধন তৈরি করতে পারেন, যা সন্তান হস্তান্তরের সময় মানসিক চাপ, শোক কিংবা পরিচয়গত সংকটের জন্ম দিতে পারে।[৮১]

ইসলামি আইনশাস্ত্রে সারোগেসির মূল্যায়ন মূলত মাকাসিদ আল-শরিয়াহর আলোকে সম্পন্ন হয়। মাকাসিদের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য হলো হিফযুন নাসল (বংশধারা সংরক্ষণ)। ইসলামি চিন্তাবিদদের মতে, পিতৃত্ব, মাতৃত্ব এবং বংশপরিচয়ের স্বচ্ছতা রক্ষা করা শরিয়াহর একটি মৌলিক দাবি।[৮২] এ কারণেই অধিকাংশ মুসলিম পণ্ডিত মনে করেন যে, প্রজনন প্রক্রিয়ায় স্বামী ও স্ত্রীর বাইরে কোনো তৃতীয় পক্ষের অংশগ্রহণ শরিয়াহর উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। জি. এল. সেরুর উল্লেখ করেন যে, ইসলামের মৌলিক নীতি হলো বংশগত সম্পর্কের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ করা এবং প্রজননকে বৈধ বৈবাহিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।[৮৩] এই উদ্দেশ্যগুলো পবিত্র কুরআনের আয়াত (আল-কুরআন, ২৩: ৫-৭) দ্বারা জোরালোভাবে সমর্থিত, যেখানে আল্লাহ তাআলা বৈবাহিক সম্পর্ক বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারীদের 'সীমানালঙ্ঘনকারী' হিসেবে অভিহিত করেছেন। প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ড. ইউসুফ আল-কারজাভি উল্লেখ করেছেন যে, স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো নারীর জরায়ুতে শুক্রাণু স্থাপন করা শরিয়াহর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং আল্লাহর নির্ধারিত 'সীমানা অতিক্রম' করার শামিল। তাঁর মতে, একজন নারীর জরায়ু কেবল তার বৈধ স্বামীর শুক্রাণু গ্রহণের জন্যই অনুমোদিত।[৮৪] তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি দিয়ে এই মতকে সমর্থন করেন:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾

আর আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের জোড়া (সঙ্গী) সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন।[৮৫]

গবেষণায় সুন্নি ও শিয়া ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ সুন্নি আলেম এবং আন্তর্জাতিক ফিকহি প্রতিষ্ঠান, যেমন ইসলামিক ফিকহ একাডেমি (OIC), ইসলামিক ফিকহ একাডেমি (মক্কা) এবং দারুল ইফতা

81. Olga van den Akker, "Psychosocial Aspects of Surrogate Motherhood," *Human Reproduction Update* 13, no. 1 (2007), 53–62
82. Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shariʿah Made Simple* (Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 2008), 35–40.
83. G. I. Serour, "Islam and the Four Principles," in *Islamic Perspectives in Obstetrics and Gynecology*, ed. Farhat Moazam (London: Imperial College Press, 2006), 25–31.
84. Yusuf al-Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam* (Cairo: Al-Falah Foundation, 1994), 276–278.
85. Al Qu,ran, 16: 72

মিশর, সারোগেসিকে অবৈধ ঘোষণা করেছে।তাদের যুক্তি হলো, অন্য নারীর জরায়ু ব্যবহারের মাধ্যমে মাতৃত্বের পরিচয় দ্ব্যর্থক হয়ে পড়ে এবং বংশপরিচয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।[৮৬] ইসলামিক ফিকহ একাডেমি (OIC) ১৯৮৬ সালের সিদ্ধান্তে উল্লেখ করে যে, স্বামী ও স্ত্রীর নিজস্ব শুক্রাণু ও ডিম্বাণু ব্যবহার করে স্ত্রীর নিজ জরায়ুতে ভ্রূণ স্থাপন করা বৈধ, কিন্তু অন্য নারীর জরায়ু ব্যবহার করা বৈধ নয়। কারণ এতে মাতৃত্বের পরিচয় এবং বংশধারার বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়।[৮৭]

তবে সমসাময়িক শিয়া ইসলামি গবেষকদের মধ্যে এ বিষয়ে কিছু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। কিছু ইমামিয়া শিয়া আলেম মনে করেন, যদি ভ্রূণ সম্পূর্ণভাবে বৈধ স্বামী ও স্ত্রীর নিজস্ব জেনেটিক উপাদান থেকে তৈরি হয় এবং কোনো তৃতীয় ব্যক্তির শুক্রাণু বা ডিম্বাণু ব্যবহার না করা হয়, তবে নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে জেস্টেশনাল সারোগেসি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তাদের যুক্তি হলো, এখানে বংশগত সম্পর্ক বৈধ দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং এর উদ্দেশ্য হলো সন্তান লাভে অক্ষম দম্পতিকে সহায়তা করা।[৮৮]অন্যদিকে, কিছু শিয়া ফকিহ ও সমকালীন গবেষক মনে করেন যে সারোগেসির ক্ষেত্রে গর্ভধারণকারী নারী (gestational mother) এবং ডিম্বাণুদানকারী বা জৈবিক মাতার (genetic mother) মধ্যে মাতৃত্বের আইনগত ও শরিয়তসম্মত পরিচয় নির্ধারণ একটি জটিল ফিকহি প্রশ্ন। তাদের মতে, মাতৃত্ব কেবল জেনেটিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে, নাকি গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের সম্পর্কও মাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে, সে বিষয়ে শিয়া ফিকহে বিভিন্ন মতামত বিদ্যমান।[৮৯]

বংশপরিচয় ও মাতৃত্বের প্রশ্ন সারোগেসি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। ইসলামি আইনশাস্ত্রে একটি মৌলিক প্রশ্ন হলো, সন্তানের প্রকৃত মা কে হবেন: যিনি ডিম্বাণু প্রদান করেছেন, নাকি যিনি সন্তান জন্ম দিয়েছেন? এই প্রশ্ন উত্তরাধিকার, মাহরাম সম্পর্ক, অভিভাবকত্ব এবং পারিবারিক পরিচয়ের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। ড. আলী গোমা মত প্রকাশ করেন যে, যেসব পদ্ধতি সন্তানের প্রকৃত বংশপরিচয় নির্ধারণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি

86. Mohammed Ghaly, *Islam and Disability: Perspectives in Theology and Jurisprudence* (London: Routledge, 2010),182–85.
87. International Islamic Fiqh Academy, Resolution No. 16 (4/3), "Concerning Test-Tube Babies," Jeddah, October 1986.
88. Abdulaziz Sachedina, *Islamic Biomedical Ethics: Principles and Application* (Oxford: Oxford University Press, 2009), 123–25.
89. Saeid Nazari Tavakkoli, "The Status of 'Mother' in Gestational Surrogacy: the Shiʿi Jurisprudential Perspective," *Asian Bioethics Review* 14, no. 4 (2022): 339–345; Ali Khamenei, *Ajwibat al-Istiftaʾat* (Tehran: Islamic Thought Publishing Center, various editions), Q. 1272–1277; Ali al-Sistani, *Istiftaʾat*, vol. 3 (Qom: Daftar-e Ayatollah al-Sistani, various editions), questions on artificial fertilization and surrogacy; Naser Makarem Shirazi, *Istiftaʾat-e Jadid*, vol. 3 (Qom: Madrasat al-Imam Ali ibn Abi Talib, various editions), 255–62.

করে, সেগুলো শরিয়াহর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।[৯০]মানবিক মর্যাদার প্রশ্নটিও এ আলোচনায় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ইসলামি ও নৈতিকতাবিষয়ক গবেষক মনে করেন, বাণিজ্যিক সারোগেসি মাতৃত্বকে একটি অর্থনৈতিক লেনদেনে পরিণত করে এবং নারীর গর্ভধারণকে পণ্য হিসেবে ব্যবহারের ঝুঁকি সৃষ্টি করে।[৯১] এই দৃষ্টিকোণ থেকে সারোগেসি কেবল একটি চিকিৎসা-প্রযুক্তিগত বিষয় নয়; বরং এটি মানবমর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি গভীর নৈতিক প্রশ্ন।

ইসলামিক ফিকহ একাডেমি ঘোষণা করেছে যে, বংশপরিচয় বা বংশগতি নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং মাতৃত্বের প্রকৃত অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার কারণে সারোগেসি ইসলামি আইন অনুযায়ী অবৈধ।[৯২] ইন্দোনেশিয়ার উলামা কাউন্সিল (MUI) শুক্রাণু দানকে অবৈধ হিসেবে ঘোষণা করেছে; কারণ তাদের মতে, বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে অন্য কারো গ্যামেটের (Gametes) উপস্থিতি পরকীয়া বা ব্যভিচারের সমতুল্য। এটি বংশধারার বিশুদ্ধতা এবং শিশুর উত্তরাধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে; এর ফলে শিশুটি তার প্রকৃত জৈবিক পিতামাতা শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে সামাজিক অমর্যাদা কিংবা চরম বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে পারে।[৯৩] শেখ তানতাভি একটি বিশেষ ফতোয়া জারি করেছেন এবং 'জরায়ু ভাড়া' দেওয়ার এই অবৈধ প্রথাকে কঠোরভাবে নিন্দা জানিয়েছেন।[৯৪]

সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সারোগেসির কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়,সারোগেসি কেবল মুসলিম দেশেই নয়, বরং যুক্তরাজ্য বা যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলোতেও নানা সামাজিক, নৈতিক এবং আইনি সংকটের সম্মুখীন।[৯৫] প্রধান আইনি জটিলতাটি তৈরি হয় শিশুর পিতৃত্ব এবং অভিভাবকত্ব নিয়ে।[৯৬] যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে এমন অনেক নজির রয়েছে যেখানে সারোগেট মায়েরা সন্তান প্রসবের পর তাকে হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেন, যদিও তারা

90. Ali Gomaa, *Fatawa Muʿasirah fi al-Qaḍaya al-Tibbiyyah al-Muʿasirah* (Cairo: Dar al-Iftaʾ al-Misriyyah, 2010), 88–92.
91. Fox, "Surrogacy and the Meaning of Parenthood," 70–75.
92. International Islamic Fiqh Academy, *Resolutions and Recommendations of the Council of the International Islamic Fiqh Academy 1985–2000*, Resolution No. 16 (4/3), "Test-Tube Babies (In Vitro Fertilization)" (Jeddah: Islamic Research and Training Institute and International Islamic Fiqh Academy, 2000), 28–29.
93. G. I. Serour, "Bioethics in Reproductive Health: Islamic Perspectives," *Middle East Fertility Society Journal* 3, no. 1 (1998), 1–14.
94. A. Atighetchi, *Islamic Bioethics: Problems and Perspectives* (Dordrecht: Springer, 2007).
95. Marie Fox, Reproducing Reproduction: Kinship, Power, and Technological Innovation (Aldershot: Ashgate, 2009), 101–108.
96. G. I. Serour, "Islamic Views on Assisted Reproduction," *Human Reproduction* 21, no. 9 (2006), pp. 2198–2204.

আইনগতভাবে চুক্তিবদ্ধ থাকেন।[৯৭] মনস্তাত্ত্বিকভাবে, যে নারী নিজের স্বামীর পরিবর্তে অন্য কারও শুক্রাণু দ্বারা কৃত্রিমভাবে গর্ভবতী হন, তিনি পুরো গর্ভকালীন সময় প্রচণ্ড মানসিক চাপে থাকেন। সমাজের কাছে তিনি বিব্রত বোধ করেন; কারণ তিনি জন্মদাতা মা হওয়া সত্ত্বেও গর্ভস্থ শিশুটি তার নিজের নয়।[৯৮]

আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, সারোগেসি মানবিক মর্যাদা সম্পর্কিত একটি মৌলিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সমালোচকদের মতে, বাণিজ্যিক সারোগেসি মাতৃত্বকে অর্থনৈতিক লেনদেনের অংশে পরিণত করে এবং নারীর শরীরকে চুক্তিভিত্তিক ব্যবহারের উপকরণে রূপান্তরিত করার ঝুঁকি সৃষ্টি করে।[৯৯] অন্যদিকে সমর্থকদের মতে, যথাযথ আইনগত নিয়ন্ত্রণ ও নৈতিক তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করা গেলে সারোগেসি বন্ধ্যাত্ব সমস্যার একটি মানবিক সমাধান হতে পারে। এই দ্বৈত অবস্থানই বিষয়টিকে সমসাময়িক বায়োএথিকসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কে পরিণত করেছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, সারোগেসি একটি বহুমাত্রিক বিষয়, যার মূল্যায়নে চিকিৎসাবিজ্ঞান, বায়োএথিক্স এবং ইসলামি আইনশাস্ত্রকে সমন্বিতভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। চিকিৎসাবিজ্ঞান যেখানে এটিকে সন্তান লাভের একটি প্রযুক্তিগত সমাধান হিসেবে দেখে, বায়োএথিক্স সেখানে মানবিক মর্যাদা ও নৈতিক সুরক্ষার প্রশ্ন উত্থাপন করে, আর ইসলামি আইনশাস্ত্র বংশধারা, মাতৃত্বের স্পষ্টতা এবং পারিবারিক কাঠামোর সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দেয়।ফলে বলা যায়, অধিকাংশ সুন্নি আলেম সারোগেসিকে নিষিদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করলেও, কিছু সমসাময়িক শিয়া গবেষক নির্দিষ্ট শর্তে জেস্টেশনাল সারোগেসির সীমিত অনুমোদনের সম্ভাবনা দেখিয়েছেন। তাই মুসলিম সমাজে সারোগেসি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে চিকিৎসাগত প্রয়োজন, নৈতিক বিবেচনা এবং ইসলামি ফিকহের মূলনীতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, এই গবেষণাটি সারোগেসি বা গর্ভাশয় ভাড়া সংক্রান্ত ইসলামি আইনশাস্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যার একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছে, যেখানে আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্যগুলো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। গবেষণালব্ধ তথ্য অনুযায়ী, বংশধারার বিশুদ্ধতা (নসাব) সংরক্ষণ, প্রজনন প্রক্রিয়ায় তৃতীয় পক্ষের সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ এবং সম্ভাব্য শোষণমূলক পরিস্থিতি এড়ানোর কারণে সুন্নি-প্রধান দেশগুলোতে সারোগেসি সাধারণত নিষিদ্ধ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অন্যদিকে, ইরান একটি নির্দিষ্ট আইনি কাঠামোর অধীনে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে সারোগেসির অনুমোদন দিয়েছে,

97. Jennifer Clarke, "International Surrogacy and Custody Disputes," *Family Law Quarterly* 41, no. 3 (2007), 467–482.
98. H. Usman and M. Daud, "Psychological Impacts of Surrogacy on Women," *International Journal of Humanities and Social Science* 7, no. 4 (2017), 122–127.
99. Fox, "Surrogacy and the Meaning of Parenthood," 70–75.

যা আধুনিক প্রজনন প্রযুক্তি ও ইসলামি আইনশাস্ত্রের মধ্যে একটি ভিন্নধর্মী অভিযোজনের উদাহরণ উপস্থাপন করে।এই গবেষণায় সমসাময়িক আইনি সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইজতিহাদ (স্বাধীন বিচারবুদ্ধি) এবং মাকাসিদ আল-শরীয়াহ (ইসলামি আইনের উচ্চতর উদ্দেশ্যসমূহ)-এর প্রয়োগ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি আইনশাস্ত্র আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন বাস্তবতার সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বিকশিত হওয়ার সুযোগ রাখে। গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, সারোগেসি বিষয়ে ইসলামি আইনি ব্যবস্থায় একটি সুস্পষ্ট, নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং বাস্তবসম্মত নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা। যদিও নিষেধাজ্ঞামূলক নীতিমালা পারিবারিক কাঠামো ও বংশগত পরিচয়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করার চেষ্টা করে, তবে তা কিছু ক্ষেত্রে নিঃসন্তান দম্পতিদের প্রজনন-সংক্রান্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে।তবে এই গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত, গবেষণাটি মূলত বিদ্যমান ইসলামি ফিকহ, আইনি দলিল এবং একাডেমিক সাহিত্য বিশ্লেষণের ওপর নির্ভরশীল, ফলে বিভিন্ন দেশের বাস্তব সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সারোগেট মায়েদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এতে সীমিতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন মাজহাব, অঞ্চল এবং আইনি ব্যবস্থার বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া আধুনিক প্রজনন প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে নতুন প্রযুক্তিগত ও নৈতিক প্রশ্নের উদ্ভব হতে পারে, যা এই গবেষণার আলোচনার বাইরে রয়েছে।ভবিষ্যৎ গবেষণায় বিভিন্ন মুসলিম দেশের সারোগেসি নীতি, বাস্তব প্রয়োগ এবং সামাজিক প্রভাব নিয়ে তুলনামূলক গবেষণা করা যেতে পারে। বিশেষ করে সারোগেট মা, নিঃসন্তান দম্পতি এবং চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতাভিত্তিক গবেষণা ইসলামি বায়োএথিক্সের আলোচনাকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারে। পাশাপাশি কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তির নতুন অগ্রগতি, নারীর অধিকার, শিশুর আইনগত পরিচয় এবং আন্তর্জাতিক পারিবারিক আইনের সঙ্গে ইসলামি নীতিমালার সম্পর্ক নিয়েও আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। সার্বিকভাবে, আলেম, আইনজ্ঞ এবং চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আন্তঃবিভাগীয় আলোচনা ও গবেষণা বৃদ্ধি পেলে সারোগেসি বিষয়ে আরও ভারসাম্যপূর্ণ, সময়োপযোগী এবং নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হবে। ইসলামি বায়োএথিক্স ও প্রজনন আইনের এই ক্ষেত্রটি ভবিষ্যতেও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

Bibliography

Al-Quran

Abbasi-Shavazi, Mohammad Jalal, Peter McDonald, and Meimanat Hosseini-Chavoshi. *The Fertility Transition in Iran: Revolution and Reproduction*. Dordrecht: Springer, 2008.

Abbasi-Shavazi, Mohammad Jalal, Marcia C. Inhorn, Hajiyeh Razeghi-Nasrabad, and Ghasem Toloo. "The Iranian ART Revolution: Infertility, Assisted Reproductive Technology, and Third-Party Donation in the Islamic Republic of Iran." *Journal of Middle East Women's Studies* 4, no. 2 (2008): 1–28.

Al-Bar, Muhammad Ali, and Hasan Hathout. *Islamic Perspectives in Obstetrics and Gynecology*. Jeddah: Saudi Medical Journal Press, 1989.

Al-Bahūtī, Maḥmūd ibn ʿAbd al-Raḥmān. *Al-Bunūwah wa-al-Umūmah fī al-Sharīʿah al-Islāmiyyah*. Riyadh: Dār al-Liwāʾ, 1986.

Al-Asfahānī, Abū al-Qāsim al-Ḥusayn ibn Muḥammad al-Rāghib. *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʾān*. Edited by Safwān ʿAdnān Dāwūdī. Damascus: Dār al-Qalam, 1992.

Al-Bassām, ʿAbdullāh ibn ʿAbd al-Raḥmān. "Ḥukm Talqīḥ al-Buwayḍah al-Khārijiyyah wa-Zirāʿatihā fī Raḥim al-Zawjah al-Ukrā." *Majallat al-Majmaʿ al-Fiqhī al-Islāmī* 7, no. 1 (1404 AH).

Al-Bajnordī, Al-Sayyid Ḥasan al-Mūsawī. *Al-Qawā'id al-Fiqhīyah*. Edited by Muhammad Āṣif al-Muḥsinī. Najaf: Maṭba'at al-Adāb, 1992.

Al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismāʿīl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Translated by Muhammad Muhsin Khan. Riyadh: Dārussalam Publishers, 2002.

Al-Ḥākim al-Naysābūrī, Abū 'Abdullāh Muhammad bin 'Abdullāh. *Al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥayn*. Edited by Mustafā 'Abd al-Qādir 'Aṭā. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1990.

Al-Kulaynī, Muhammad bin Ya'qūb. *Al-Kāfī*. Edited by 'Alī Akbar al-Ghaffārī. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyah, 2007.

Al-Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā bin Sharaf. *Rawḍat al-Ṭālibīn wa-'Umdat al-Muftīn*. Edited by Zuhayr al-Shāwīsh. Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1405 AH.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fatāwā Muʿāṣirah*. Cairo: Dār al-Qalam, 1998.

Al-Qaradawi, Yusuf. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Cairo: Al-Falah Foundation, 1994.

Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Uṣūl al-Sarakhsī*. Edited by Abū al-Wafā al-Afghānī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2002.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān. *Al-Ashbāh wa-al-Naẓāʾir fī Qawāʿid wa-Frūʿ Fiqh al-Shāfiʿiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1990.

Al-Zamakhsharī, Abū al-Qāsim Maḥmūd bin 'Umar. *Al-Kashshāf 'an Ḥaqā'iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl*. Riyadh: Maktabat al-'Ubaykān, 1407 AH.

Alberts, Bruce, et al. *Molecular Biology of the Cell*. 6th ed. New York: Garland Science, 2015.

American College of Obstetricians and Gynecologists. "ACOG Committee Opinion No. 397: Family Building Through Gestational Surrogacy." *Obstetrics & Gynecology* 111, no. 2 (2008): 465–470.

American College of Obstetricians and Gynecologists. "Surrogate Motherhood: Ethical and Legal Issues." *ACOG Technical Bulletin*, no. 117 (1987): 1–8.

American Society for Reproductive Medicine. *Surrogacy Laws by State*. Washington, DC: Legal Professional Group, updated March 2024. Accessed June 15, 2026. https://connect.asrm.org/lpg/resources/surrogacy-by-state.

Annas, George J. "Baby M and the Question of Surrogate Motherhood." *The Hastings Center Report* 17, no. 2 (1987): 20–24.

Armour, Ellen. *Contemporary Jewish and Christian Understandings of Surrogacy*. New York: Columbia University Press, 2012.

Assisted Reproductive Technology: *A Lawyer's Guide to Emerging Law and Science*. Chicago: American Bar Association, 2018.

Atighetchi, A. *Islamic Bioethics: Problems and Perspectives*. Dordrecht: Springer, 2007.

Bangladesh Bureau of Statistics. *Sample Vital Statistics Report 2024*. Dhaka: BBS, 2025.

Brahams, Diana. "The Warnock Report and Surrogacy Legislation." *The Lancet* 2, no. 8400 (1984): 1235–1237.

Centers for Disease Control and Prevention. "Assisted Reproductive Technology (ART) Data." Accessed May 15, 2026. https://www.cdc.gov/art/.

Chaturvedi, Swati. "The Surrogacy (Regulation) Bill, 2019: A Critical Analysis." *Indian Journal of Medical Ethics* 5, no. 2 (2020): 98–104.

Clarke, Jennifer. "International Surrogacy and Custody Disputes." *Family Law Quarterly* 41, no. 3 (2007): 467–482.

Crawshaw, Marilyn, Eric Blyth, and Olga van den Akker. "The Changing Profile of Surrogacy in the UK: Implications for National and International Policy and Practice." *Journal of Social Welfare and Family Law* 34, no. 3 (2012): 267–77.

Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine. "Consideration of the Gestational Carrier: An Ethics Committee Opinion." *Fertility and Sterility* 110, no. 6 (2018): 1017–21.

Fadel, Hossam E. "The Islamic Viewpoint on New Assisted Reproductive Technologies." *Fordham Urban Law Journal* 30, no. 1 (2002): 147–157.

Fox, Marie. *Reproducing Reproduction: Kinship, Power, and Technological Innovation*. Aldershot: Ashgate, 2009.

Fox, Marie. "Surrogacy and the Meaning of Parenthood." *Medical Law Review* 17, no. 1 (2009): 63–82.

Garmaroudi Naieni, Shirin. "Ethical Challenges of Surrogacy in Iran." In *Bioethics in the Middle East*, edited by Alireza Bagheri, 95–108. Dordrecht: Springer, 2011.

GBD 2021 Fertility and Forecasting Collaborators. "Global Fertility in 204 Countries and Territories, 1950–2100." *The Lancet* 403, no. 10440 (2024): 2050–2090.

Ghaly, Mohammed. *Islam and Disability: Perspectives in Theology and Jurisprudence*. London: Routledge, 2010.

Gomaa, Ali. *Fatāwā Muʿāṣirah fī al-Qaḍāyā al-Ṭibbiyyah al-Muʿāṣirah*. Cairo: Dār al-Iftāʾ al-Miṣriyyah, 2010.

Hong Kong Census and Statistics Department. *Hong Kong Annual Digest of Statistics 2024*.

Hornby, A. S., and Sally Wehmeier. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Ibn al-Humām, Kamāl al-Dīn Muḥammad ibn ʿAbd al-Wāḥid. *Al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh*. Cairo: Muʾassasat al-Ḥalabī, 1997.

Inhorn, Marcia C. "Making Muslim Babies: IVF and Gamete Donation in Sunni versus Shiʻa Islam." *Culture, Medicine and Psychiatry* 30, no. 4 (2006): 427–50.

International Federation of Fertility Societies. *IFFS Surveillance 2022: Global Trends in Reproductive Policy and Practice*. Nicosia: IFFS, 2022.

International Islamic Fiqh Academy. "Resolution No. 16 (4/3) bi-Sha'n Atfal al-Anabib." *Majallat al-Majma' al-Fiqh al-Islami* 3, no. 1 (1987): 423.

International Islamic Fiqh Academy. *Resolutions and Recommendations of the Council of the International Islamic Fiqh Academy 1985–2000*, Resolution No. 16 (4/3), "Test-Tube Babies (In Vitro Fertilization)." Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2000.

Khamenei, Ali. *Ajwibat al-Istiftaʾat*. Tehran: Islamic Thought Publishing Center, various editions.

Kumar, Pranay, et al. "Surrogacy and Women's Right to Health in India: Issues and Perspectives." *Indian Journal of Public Health* 57, no. 2 (2013): 65–66.

Kamali, Mohammad Hashim. *Maqāṣid al-Sharīʿah Made Simple*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Makarem Shirazi, Naser. *Tafsir-e Jadid*. Vol. 3. Qom: Madrasat al-Imam Ali ibn Abi Talib, various editions.

Meinke, Susan. "Psychological Aspects of Surrogate Parenting." *Journal of Reproductive Medicine* 35, no. 2 (1990): 123–128.

Meirow, David, and Joseph G. Schenker. "The Current Status of Surrogate Motherhood." *Human Reproduction* 12, no. 6 (1997): 125–128.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Society at a Glance 2024: OECD Social Indicators*. Paris: OECD Publishing, 2024.

Patel, Tulsi. "Commercial Surrogacy and Exploitation of Women in India." *Indian Journal of Gender Studies* 19, no. 2 (2012): 287–93.

Population Reference Bureau. *2024 World Population Data Sheet*. Washington, DC: Population Reference Bureau, 2024.

Postgate, J. N. *Early Mesopotamia: Society and Economy at the Dawn of History*. London: Routledge, 1994.

Reece, Jane B., et al. *Campbell Biology*. 12th ed. New York: Pearson, 2020.

Robertson, John A. "Surrogate Mothers: Not So Novel After All." *Hastings Center Report* 13, no. 5 (1983): 28–34.

Sachedina, Abdulaziz. *Islamic Biomedical Ethics: Principles and Application*. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Saniei, Mansooreh, and Mehdi Kargar. "Modern Assisted Reproductive Technologies and Bioethics in the Islamic Context." *Theology and Science* 19, no. 2 (2021): 146–154.

Schmidt, Lone, Tomas Sobotka, Janne Gasseholm Bentzen, and Anders Nyboe Andersen. "Demographic and Medical Consequences of the Postponement of Parenthood." *Human Reproduction Update* 18, no. 1 (2012): 29–43.

Serour, Gamal I. "Bioethics in Reproductive Health: Islamic Perspectives." *Middle East Fertility Society Journal* 3, no. 1 (1998): 1–14.

Serour, Gamal I. "Islam and the Four Principles." In *Islamic Perspectives in Obstetrics and Gynecology*, edited by Farhat Moazam, 25–31. London: Imperial College Press, 2006.

Serour, Gamal I. "Islamic Perspectives in Human Reproduction." *Reproductive BioMedicine Online* 17, suppl. 3 (2008): 34–38.

Serour, Gamal I. "Islamic Perspectives in Human Reproduction." *Journal of Assisted Reproduction and Genetics* 15, no. 3 (1998): 123–126.

Serour, Gamal I. "Islamic Views on Assisted Reproduction." *Human Reproduction* 21, no. 9 (2006): 2198–2204.

Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ashʿath. *Sunan Abī Dāwūd*. Dhaka: Islamic Foundation, 2001.

Sistani, Ali. *Istiftaʾat*. Vol. 3. Qom: Daftar-e Ayatollah al-Sistani, various editions.

Söderström-Anttila, Viveca, et al. "Surrogacy: Outcomes for Surrogate Mothers, Children and the Resulting Families—A Systematic Review." *Human Reproduction Update* 22, no. 2 (2016): 260–276.

Statistics Korea. *Birth Statistics 2023*. 2024.

Svitnev, Konstantin. "Legal Regulation of Assisted Reproductive Technologies." *Practical Law Review* 6, no. 2 (2006): 15–22.

Tavakkoli, Saeid Nazari. "The Status of 'Mother' in Gestational Surrogacy: the Shiʿi Jurisprudential Perspective." *Asian Bioethics Review* 14, no. 4 (2022): 339–345.

Ṭanṭāwī, Muḥammad Sayyid. *Al-Tafsīr al-Wasīṭ li-l-Qurʾān al-Karīm*. Cairo: Dār Nahḍat Miṣr, 1997.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. *World Population Prospects 2024: Summary of Results*. New York: United Nations, 2024.

UNFPA. *State of World Population 2025*. New York: United Nations Population Fund, 2025.

Usman, H., and M. Daud. "Psychological Impacts of Surrogacy on Women." *International Journal of Humanities and Social Science* 7, no. 4 (2017): 122–127.

van den Akker, Olga. "Psychosocial Aspects of Surrogate Motherhood." *Human Reproduction Update* 13, no. 1 (2007): 53–62.

van den Akker, Olga. "The Psychological and Social Consequences of Surrogacy." *Human Reproduction Update* 6, no. 2 (2000): 145–161.

World Economic Forum. *Global Gender Gap Report 2025*. Geneva: World Economic Forum, 2025.

World Health Organization. *Current Practices and Controversies in Assisted Reproduction*. Geneva: World Health Organization, 2002.

World Health Organization. *Infertility Prevalence Estimates, 1990–2021*. Geneva: World Health Organization, 2023.

World Health Organization. *WHO Glossary on ART Terminology*. Geneva: World Health Organization, 2020.